CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-312 ■ 11 August, 2026 ■ আগরতলা ১১ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কলম্বিয়ায় ভূমিকম্পে নিহত কুড়ি

বোগোটা, ১০ আগস্ট ।। সোমবার সকালে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কলম্বিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ৭.৪ বলে জানিয়েছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) ও কলম্বিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। রাজধানী বোগোটাসহ একাধিক শহরে কম্পন অনুভূত হয়। প্রাথমিকভাবে অন্তত ২০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

মাত্রা ৭.৪

নিহতদের মধ্যে ১৮ জন পেরেইরা শহরের এবং দু'জন মানিজালেসের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ভূমিকম্পের জেরে বিভিন্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ ঘরবাড়ি ও অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আশ্রয় নেন।

কলম্বিয়ার ভূতাত্ত্বিক সংস্থা প্রথমে ভূমিকম্পটির মাত্রা ৬.৬ বলে জানিয়েছিল। পরে ইউএসজিএস-সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এর মাত্রা ৭.৪ বলে নিশ্চিত করে। ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের চোকো প্রদেশের সান হোসে দেল পালমার এলাকায়। স্থানটি রাজধানী বোগোটা থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পশ্চিমে।

স্থানীয় সময় সোমবার সকাল ৭টা ৩৪ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। জাতিসংঘের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা ইউএনজিআরডি জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল প্রায় ৭৯ কিলোমিটার বা তারও বেশি। ইউএসজিএস-এর হিসাবে, সান হোসে দেল পালমারের প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্বে ছিল এর কেন্দ্রস্থল। ভূমিকম্পের কম্পন শুধু কলম্বিয়াতেই

☛৫ এর পাতায় দেখুন

নেশাকারবারি স্বামী-স্ত্রীর ৫ বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ আগষ্ট ।। হেরোইন পাচার ও মাদক সংক্রান্ত মামলায় স্বামী-স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল উদয়পুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। সোমবার গোমতী জেলার উদয়পুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক দুই অভিযুক্তকে এনডিপিএস আইনের ২১(বি) ও ২৫ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন হাদরা গোলমুড়া এলাকার বাসিন্দা শহিদ মিঞা, পিতা প্রয়াত আবদুল করিম এবং তাঁর স্ত্রী ফারদিন বিবি। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, এনডিপিএস আইনের ২১(বি) ধারার অপরাধে প্রত্যেককে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। একইসঙ্গে ২৫ ধারার অপরাধে প্রত্যেককে আরও ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের পরিবর্তে এক মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। তবে উভয় ধারায়

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ঝাড়খন্ডে আন্দোলন

ছাত্রদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ ভুল ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (আইএএনএস)।। ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিশের বলপ্রয়োগকে 'ভুল' বলে মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত তাঁদের সমস্যার সমাধান করতে ঝাড়খণ্ড সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার ঝাড়খণ্ডে আন্দোলনরত ছাত্ররা ব্যারিকেড ভেঙে বিধানসভা চত্বরে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য সামনে আসে। এক্স-এ রাহুল গান্ধী লেখেন, "ঝাড়খণ্ডে প্রতিবাদরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ভুল। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা ছাত্রদের অধিকার। আর একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব। ঝাড়খণ্ড সরকারকে এই ছাত্রদের কথা শুনে যেতে হবে এবং দ্রুত তাঁদের সমস্যার সমাধান করতে হবে।"

ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও ন্যায্যতার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম হয়েছে এবং এর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

সোমবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিধানসভার দিকে মিছিল করেন। একাধিক ব্যারিকেড পেরিয়ে তাঁরা বিধানসভার কাছাকাছি পৌঁছে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ লাঠিচার্জের পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করে।

বিক্ষোভকারীরা একাধিক ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার পর জলকামান ব্যবহার করা হয়। ছাত্রদের বক্তব্য, নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত তাঁদের দাবিগুলি পূরণ এবং অনিয়মের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

এদিকে, ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে 'নীরবতা'র অভিযোগ তুলে বিজেপি বারবার রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করেছে। ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতাসীন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কংগ্রেসের ভারত জোটের শরিক। এরই মধ্যে নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

জেপিএসসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

রাঁচি, ১০ আগস্ট (আইএএনএস)।। ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর ১৪তম সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কথিত অনিয়ম ও মেধা কেলেঙ্কারির তদন্তে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট। সোমবার জেপিএসসি-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতেকে গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী সংস্থা। সিআইডি-এর দাবি, পরীক্ষার চুক্তি টিএসআর ডেটা প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড (টিডিপিএল)-কে দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ এবং নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে খিয়াংতের ভূমিকা উঠে এসেছে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, আগে কালো তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ওই আউটসোর্সিং সংস্থাকে নিয়মবহির্ভূতভাবে পরীক্ষার কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল।

লখনউভিত্তিক টিডিপিএল-কে অনিয়মের অভিযোগে ২০২৫ সালের মে মাসে ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন (জেএসএসসি) কালো তালিকাভুক্ত করেছিল। তা সত্ত্বেও জেপিএসসি-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ওই সংস্থাকে চুক্তি দেওয়া

☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার ও বিদ্যুৎ নীতি প্রত্যাহারে দাবিতে গণ প্রতিরোধ আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট ।। কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানির অতিরিক্ত মূল্য এবং বিদ্যুৎ পরিষেবাকে ক্রমশ ব্যয়বহুল করে তোলার অভিযোগ তুলল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার এক বিবৃতিতে দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, সরকারের বিভিন্ন নীতির কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, জিএসটি চালুর পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে করের বোঝা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানিতে উচ্চ শুল্ক সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি করেছে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে কর্পোরেট স্বার্থের অনুকূলে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়। সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সরকারের কাঠামোর উপর নির্ভর করে বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস।

ত্রিপুরায় স্মার্ট মিটার ও প্রিপেইড বিলিং ব্যবস্থা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে দলটি। কংগ্রেসের দাবি, কোথাও ১,০০০ টাকা রিচার্জ করার পর মাত্র কয়েক ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরই ফের রিচার্জ করতে হচ্ছে, আবার কোথাও ১,২০০ টাকা রিচার্জ করেও অল্প ব্যবহারের পর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযোগের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কর্তৃপক্ষ দিতে পারেনি বলে দাবি করা হয়। গত সাড়ে আট বছরে বিদ্যুতের মাসুল ও বিভিন্ন নামে একাধিক চার্জ বৃদ্ধিরও

☛৫ এর পাতায় দেখুন

১১ দফা দাবিতে রাজ্যে বামেদের জেল ভরো

জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে সরকার আগ্রহী নয় ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বিলোনিয়া / বিশালগড় / উদয়পুর, ১০ আগষ্ট ।। জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে আগ্রহী নয় সরকার। বরং ভেদাভেদের রাজনীতির পথেই আগামীতে এগোতে চাইছেন তাঁরা। আজ সাধারণ মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ১১ দফা দাবিতে সিপিআইএমের জেল ভরো আন্দোলন কর্মসূচিতে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

মানিক সরকারের অভিযোগ, বিজেপি সরকারের আমলে সাধারণ মানুষ তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন।

দেশের ও রাজ্যের সাধারণ মানুষ একাধিক জ্বলন্ত সমস্যার সম্মুখীন হলেও সেই সমস্যাগুলির সমাধানে সরকারের কার্যকর কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের পরিবর্তে বিজেপি সরকার সম্প্রদায়ের নামে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির দিকে নজর না দিয়ে ভেদাভেদের রাজনীতির পথেই আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। সাধারণ মানুষের স্বার্থে সিপিআইএম যে ১১ দফা দাবি সামনে রেখে আন্দোলনে নেমেছে, সেই দাবিগুলির প্রতি সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা নেই।

এদিন সিপিআইএমের জেল ভরো আন্দোলনকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন মানিক সরকার। তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য বিজেপি সরকার পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের বলা যেত যে আইন অমান্য কর্মসূচিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এবং সরকারের তরফে দাবিগুলি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে পুলিশকে ব্যবহার করে আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, সরকারের এই ভূমিকা থেকেই স্পষ্ট যে সাধারণ মানুষের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানে সরকারের কোনও আগ্রহ নেই। জনগণের ন্যায্য দাবিকে সামনে রেখে সিপিআইএমের আন্দোলন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এদিকে, বিজেপি সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের প্রতিবাদে আজ আগরতলায় জেল ভরো আন্দোলনে সামিল হলেন হাজার হাজার বামপন্থী কর্মী-সমর্থক। এদিন হাতে লাল ঝান্ডা নিয়ে রাজপথে মিছিল করেন বাম নেতাকর্মীরা। ওই কর্মসূচিকে ঘিরে পোস্ট অফিস চৌমহনি সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত, বামফ্রন্টের আহ্বানে সিআইটিইউ, অল ইন্ডিয়া কিষান সভা, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেতমজদুর ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত

☛৫ এর পাতায় দেখুন

মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট ।। *ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে রাজ্যের গ্রাম ও পাহাড়ের মানুষের পাশাপাশি যুবকদের কাজের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। আহ বামেদের জেল ভরো আন্দোলন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি।*

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, গ্রাম-পাহাড়ের মানুষের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। জুমিয়াদের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, গ্রাম ও পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মধ্যে হতাশা ও হাহাকার তৈরি হয়েছে। এমনকি সন্তান বিক্রির মতো ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি করেন তিনি। সরকারি দপ্তরগুলিতেও 'লুটের রাজত্ব'

☛৫ এর পাতায় দেখুন

তারেকের সঙ্গে ত্রিবেদীর বৈঠক

ভারত - বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জোর

ঢাকা, ১০ আগস্ট (আইএএনএস)।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানের সঙ্গে সোমবার ঢাকায় সাক্ষাৎ করলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। একইসঙ্গে জনকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার বিভিন্ন উপায় নিয়েও মতবিনিময় করেন তাঁরা।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেন দীনেশ ত্রিবেদী। পাশাপাশি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার জন্য নয়াদিল্লির আগ্রহের কথাও জানান তিনি।

বৈঠকের পর ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন এক্স-এ জানায়, "হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী ১০ আগস্ট ২০২৬ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা জানান এবং বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

আরব আমিরশাহিতে গেল ত্রিপুরার ১,০০০ কেজি অর্গানিক মধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট ।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ বলেন অর্গানিক কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে ত্রিপুরা। বর্তমানে রাজ্যের প্রায় ৪৭ হাজার কৃষক অর্গানিক চাষের সঙ্গে যুক্ত। এরই মধ্যে প্রথমবারের মতো বিদেশের বাজারে পা রাখল রাজ্যের অর্গানিক মধু। আজ আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ার্সে আয়োজিত আন্তর্জাতিক অর্গানিক বায়ার-সেলার মিটের-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১,০০০ কেজি অর্গানিক মধুর একটি চালান সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে রপ্তানির জন্য পতাকা

☛৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক নেই, প্রতিবাদে স্কুলে তালা দিয়ে পথে নামল ছাত্র-ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট ।। শিক্ষক ও কর্মী সংকটের প্রতিবাদে আজ সকালে সাব্রুমের পয়াংবাড়ি আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত সমরেন্দ্রগঞ্জ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে পথ অবরোধে সামিল হলেন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা। এদিকে, আন্দোলনের জেরে এলাকায় যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে।

আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিভাগের জন্য চারজন শিক্ষক নিয়োগ, একজন স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল রান্নার জন্য এলপিজি গ্যাসের সংযোগ প্রদান এবং নার্সারি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দু'জন আয়া নিয়োগ।

অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মী না থাকায় স্বাভাবিক পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। একইসঙ্গে ছোট ছোট পড়ুয়াদের দেখভালের ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি জানানো হলেও কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের।

অভিভাবকদের দাবি, বারবার আবেদন-নিবেদন করেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। এদিন সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যাগুলি সমাধানের বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হলে অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মী সংকটসহ অন্যান্য সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা।

সাত পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগষ্ট ।। বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জোলাইবাড়ির পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে কর্মরত এক শিক্ষিকা ও এক ক্লার্কের বিরুদ্ধে সাতজন ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ১১ আগস্ট, ২০২৬ ইং
২৫ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পর্ক মেরামতের বার্তা

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ঢাকা ও দিল্লির মধ্যকার তৈরি হওয়া কূটনৈতিক উত্তেজনা কমাইত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করিবার উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। এই ধারাবাহিকতায় দীনেশ ত্রিবেদী বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন।শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে যে এক ধরনের টানাপোড়েন ও অনিশ্চয়তা তৈরি হইয়াছিল, তাহা কাটাইয়া উঠিতে ভারতের রাজনৈতিক মহল থেকে ইতিবাচক যোগাযোগের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক দৃশ্যপটে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে উঠিয়া আসায়, ভারতের বিভিন্ন মহল তাঁহার সাথে যোগাযোগ স্থাপনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেছে।দীনেশ ত্রিবেদীর এই সাক্ষাৎকে দুই দেশের মধ্যকার বরফ গলানো এবং নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ-ভারত কৌশলগত ও কূটনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার একটি বার্তা হিসাবে দেখা হইতেছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের আবহের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। সোমবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার এই সাক্ষাৎ হয়। দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা কাটাইয়া সম্পর্ককে ফের ইতিবাচক পথে নিয়া যাওয়ার উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।

গত জুন মাসে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করিলেন দীনেশ ত্রিবেদী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বৈঠকটি কূটনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব পাইয়াছে।এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি হিসেবে রবিবার বিকেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতীয় হাইকমিশনার। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকটি পূর্বনির্ধারিত ছিল। প্রথমে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশ নিলেও পরে হাইকমিশনার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী একান্তে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় কথা বলেন বলিয়া জানা গিয়াছে।দীনেশ ত্রিবেদী গত ২৫ জুন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করিয়া ঢাকায় ভারতের ১৬তম হাইকমিশনার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর ২৯ জুলাই প্রথমবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি। দুই দেশের সম্পর্কের বর্তমান পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের ওপর জোর দিতেছে ঢাকা। পারস্পরিক সম্মান, মর্যাদা এবং স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়াই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়া যাইতে হইবে। একইসঙ্গে দুই দেশকেই পরস্পরের সংবেদনশীলতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন।সম্প্রতি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কে কেন্দ্র করিয়া দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করিয়া উত্তেজনা তৈরি হইয়াছিল। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই এবার বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়ানোর বার্তা সামনে আসিল। ফলে তারেক রহমানের সঙ্গে দীনেশ ত্রিবেদীর বৈঠককে সম্পর্ক স্বাভাবিক করিবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হইতেছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও ইতিবাচক বার্তা দেন দীনেশ ত্রিবেদী। ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের শিশুদের জন্য খেলার জায়গা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানানোর কথা বলেন। তাঁহার বক্তব্য, দুই দেশের নেতারা যখন পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, তখন অনেক সমস্যার সমাধানের পথ তৈরি হয়।

ভারতীয় হাইকমিশনার আরও বলেন, আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং তাঁহার বিশ্বাস, দুই দেশের মানুষের মধ্যে গভীর যোগাযোগ রহিয়াছে। তাঁহার কথায়, পরিস্থিতিকে নেতিবাচকভাবে দেখিবার কোনও কারণ নাই; বরং সবকিছুকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগিয়ে নিয়া যাওয়ার সুযোগ রহিয়াছে।সব মিলাইয়া, সাম্প্রতিক উত্তেজনার পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর এই সাক্ষাৎ ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন করিয়া সংলাপের দরজা খুলিতে পারে বলিয়াই মনে করিতেছে কূটনৈতিক মহল। আগামী দিনে পারস্পরিক আস্থা পুনর্গঠন এবং বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের দিকেই দুই দেশ এগোয় কি না, এখন সেদিকেই নজর।

পিতার পর পুত্রের উদ্যোগ, বামুটিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স

আগরতলা, ১০ আগস্ট: জনগণের দ্রুত ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলেন বামুটিয়ার বিধায়ক নয়ন সরকার। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি প্রদান করা হয়েছে।

নতুন এই অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেন পরিষেবা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-সহ জরুরি চিকিৎসার বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে। এর ফলে বামুটিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকার রোগীদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে নিজের মাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নয়ন সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তনু বিকাশ দাস, বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইনচার্জ চিকিৎসক ড. সুব্রজিৎ বণিক রায়-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, বামুটিয়ার পাঁচবারের বিধায়ক হরিচরণ সরকার বিধায়ক থাকাকালীন সময়েও বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছিলেন। এবার তাঁর ছেলে তথা বর্তমান বিধায়ক নয়ন সরকার আরও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করায় স্থানীয়দের মধ্যে সন্তোষ দেখা দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক নয়ন সরকার জানান, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তিনি কাজ করে যেতে চান। কোনও ক্লাব বা এনজিওর পক্ষ থেকে শববাহী গাড়ির দাবি জানানো হলে সেটিও প্রদানের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

পাশাপাশি বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার বিভিন্ন বেহাল রাস্তা সংস্কারের বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন বিধায়ক। নতুন অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে বিশেষ করে জরুরি পরিস্থিতিতে রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

জেন জি এবং ভারতের রাজনীতি

উদাসীনতা নয়; পরিবর্তনের নতুন বয়ান..

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

ভারতে 'জেন জি' (যাদের জন্ম ১৯৯৭ থেকে ২০১২সালের মধ্যে) এখন আর কেবল ভবিষ্যতের ভোটার নয়--- তারা বর্তমান রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতার অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক। ১৮ থেকে ২৭ বছরের এই যুবসমাজকে দীর্ঘদিন ধরে একশ্রেণীর রাজনৈতিক বিশ্লেষক 'রাজনৈতিকভাবে উদাসীন' বা কেবল 'স্ক্রিন-নির্ভর প্রজন্ম' বলে আখ্যা দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময় এবং ভারতের ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনসহ পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে জেন জি উদাসীন নয়; বরং তারা রাজনীতির চিরাচরিত ভাষা এবং প্রথাকে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। এই প্রবন্ধে আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব কিভাবে ভারতের সমকালীন রাজনীতিকে পুনর্বিন্যাস করছে এই নতুন প্রজন্ম। ১. রাজনীতির নতুন মাধ্যম: দলীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া প্রথাগত রাজনীতি যেখানে সভা- সমাবেশ; দলীয় কার্যালয় বা পোস্টার- ব্যানারে সীমাবদ্ধ ছিল; জেন জি সেই সীমানা ভেঙ্গে দিয়েছে। তাদের রাজনীতি চর্চার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ইনস্টাগ্রাম ; এক্স (পূর্বতন witter); ইউটিউব এবং রেডডিট। ইনফোগ্রাফিক ও 'মেমে' রাজনীতি.. জটিল নীতি বা সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যবচ্ছেদ এখন আর ভারী বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ নেই। জেন জি সংক্ষিপ্ত ইনফোগ্রাফিক; রাজনৈতিক মেমে এবং রিলের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরছে।

ভার্চুয়াল আন্দোলন থেকে রাজপথ.. অনলাইন প্রতিবাদ কেবল সোশ্যাল মিডিয়াতেই থমকে থাকছে না; তা নিমেষের মধ্যে রাস্তায় নেমে আসছে। উদাহরণস্বরূপ; চাকরি বা পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস বিরোধী আন্দোলন; পরিবেশ রক্ষা বা নারী সুরক্ষার দাবির মতো বিষয়গুলিতে এই প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সমকালীন রাজনৈতিক দল গুলোকে কৌশল বদলাতে বাধ্য করেছে। ২. দলীয় আনুগত্য বনাম বিষয় ভিত্তিক সমর্থন

পূর্ববর্তী প্রজন্মের রাজনীতিতে যেখানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের বা ভাবাদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখা যেত; জেন জি সেখানে একেবারেই ব্যতিক্রম। তারা কোনো নির্দিষ্ট দলের চিরস্থায়ী 'ভোটব্যাংক' নয়। এই প্রজন্ম মূলত ইস্যু-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের কাছে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পরিচিতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে.. কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুযোগ.. কাজের সুযোগ তৈরি; স্টার্ট- আপ ইকোসিস্টেম এবং স্থায়িত্ব। শিক্ষা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো সংকট.. নিট বা অন্যান্য সর্বভারতীয় পরীক্ষার দুর্নীতি নিয়ে জেন জি-র সোচ্চার ভূমিকা দেশের সংসদীয় রাজনীতিকেও নাড়িয়ে দিয়েছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার.. জেন্ডার সমতা; বাকস্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে তারা অত্যন্ত সচেতন। যে দল বা নেতা এই বিষয়গুলিতে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ উত্তর দিতে পারেন; জেন জি তাদের দিকেই ঝুঁকছে তা সে সরকারি দল হোক কিংবা বিরোধী। ৩. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে জেন জি-র প্রভাবের চিত্র .. ক.. সংবাদ গ্রহণ: মূল ধারার টিভি মিডিয়ার চেয়ে স্বাধীন ডিজিটাল সাংবাদিকতা ও পডকাস্টের উপর আস্থা বেশি। রাজনৈতিক দলগুলি পডকাস্টারও ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে প্রচার চালাতে বাধ্য হচ্ছে। খ. পরিবেশ ও জলবায়ু.. ক্লাইমেট চেঞ্জ বা পরিবেশ সচেতনতা তাদের কাছে প্রধান রাজনৈতিক এজেন্ডা। জলবায়ু সংকট এখন নির্বাচনী ইস্তেহারের অন্যতম অংশ হয়ে উঠছে। গ. জাতপাত ও মেরুকরণ.. প্রথাগত জাতপাত ও ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে এরা প্রায়শই প্রত্যাখ্যান করে। কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের বাস্তব প্রশ্ন তুলে ধরে মেরুকরণের রাজনৈতিক কৌশলকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ৪. পডকাস্ট কালচার ও নেতাদের কৌশল পরিবর্তন.. ভারতের সমকালীন রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটি দেখা যাচ্ছে; তা হল রাজনীতিকদের যোগাযোগ মাধ্যম। বড় দলগুলোর শীর্ষ নেতারা এখন প্রথাগত সংবাদ সম্মেলনের বদলে তরুণ পডকাস্টারদের মুখোমুখি হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধান বিরোধী দলের নেতারা সবাই এখন ইউটিউব পডকাস্টে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন; লাইভস্ট্রিমারদের সাথে কথা বলছেন বা সোশ্যাল মিডিয়া ক্রিয়েটরদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে বসছেন। জেন জি-র কাছে পৌঁছানোর এটাই এখন সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল; কারণ এই প্রজন্ম প্রথাগত মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ৫.জেন জি-র রাজনৈতিক যাত্রায় চ্যালেঞ্জ ও আশঙ্কা.. জেন জি-র এই রাজনৈতিক রূপান্তরের পথ কিন্তু একেবারে মসৃন নয়। কিছু মারাত্মক ঝুঁকি ও বিতর্কও এর সাথে যুক্ত.. ক. 'একো চেম্বার' ও অ্যালগরিদম বিভাজন.. সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীদের নিজস্ব পছন্দের রাজনৈতিক ভাবাদর্শের গণ্ডিতেই আটকে রাখে। এর ফলে সমাজে অতি-বাম বা অতি-ডানপন্থার কট্টরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। খ. ভুয়া খবর ও ডিপফেক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিপফেকের যুগে ভুল তথ্যের বিস্তার তরুণদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে বিভ্রান্ত করছে। গ. ক্লিক্টিভিজিম.. অনলাইনে হ্যাশট্যাগ আন্দোলন চালানো যত সহজ; বাস্তব রাজনীতিতে ধারাবাহিক পরিবর্তন আনা ততটাই কঠিন। কেবল 'লাইক' বা 'শেয়ার'- এর মধ্যে রাজনীতি সীমাবদ্ধ থাকলে তা দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হতে পারে। **ভবিষ্যতের বার্তা** ভারতের মোট জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ এখন তরুণ। এদের বাদ দিয়ে বা কেবল পুরনো ধর্মীয়-জাতিগত সমীকরণ দিয়ে ২০২৬ পরবর্তী ভারতের রাজনীতি আর পরিচালনা করা সম্ভব নয়। জেন জি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে— তারা কোনো নেতার অন্ধ ভক্ত নয়; তারা জবাবদিহিতা চায়। কাজের সুযোগ; পরিবেশ সংরক্ষণ; মানসিক স্বাস্থ্য; শিক্ষা ও সমতার দাবিকে যারা গুরুত্ব দেবে; সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে চাবিকাঠি থাকবে তাদের হাতেই। জেন জি কেবল ভোটদাতা নয়; তারা সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র পুনর্নির্মাণের সবচেয়ে বড় কারিগর।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১৬৭

আওয়ামী লীগের নেতারা ভারতে দুই বছর কীভাবে কাটালেন?

অমিতাভ ভট্টশালী

বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা হারানোর পর শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের যে নেতাকর্মীরা ভারতে চলে এসেছিলেন, দুই বছর পরও তাদের অনেকে এখানেই আছেন। তবে এখন "শেখ হাসিনার আহ্বানে" বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে বিবিসি বাংলার কাছে দাবি করেছেন তাদের কয়েকজন।

বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য, সাবেক সংসদ সদস্য বা বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের অন্তত ৭০ জন পশ্চিমবঙ্গে --- মূলত কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থাকছেন বলে বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে।

চব্বিশের অগাস্টের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে তারা ভারতে আসেন। শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ছাড়াও মধ্যম ও স্থানীয় পর্যায়ের অনেক নেতাকর্মীরাও রয়েছেন, আছেন পুলিশের নানা পদমর্যাদার প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা। একটা সময়ে অবশ্য প্রায় ৭০ জন শুধু সাবেক সংসদ সদস্যই এই এলাকায় থাকছিলেন। এছাড়াও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব, জেলা পর্যায়ের নেতা, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অফিসার ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় দুশো জনের মতো কলকাতা ও তার আশেপাশে থাকতেন। আওয়ামী লীগের তৃণমূল ও মধ্যম পর্যায়ের নেতা, যারা কলকাতা, শিলিগুড়ি, ত্রিপুরা প্রভৃতি জায়গায় থাকতেন, সেই সংখ্যাটা ছিল হাজারেরও বেশি। আওয়ামী লীগের সূত্রগুলো জানাচ্ছে, ভারতে চলে এসেছিলেন, এমন অনেক নেতা পরে নিজেদের সামর্থ্য ও যোগাযোগ অনুযায়ী ইউরোপ, আমেরিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে চলে গেছেন। এর মধ্যে যে কয়জনের সঙ্গে বিবিসি বাংলা কথা বলতে পেরেছে, তাদের প্রায় সবাই দাবি করেছেন যে দেশেই বাইরে নিজ নিজ অবস্থান থেকেই তারা দলের জন্য কাজ করে চলেছেন। বিশেষ করে অনলাইনে যোগাযোগ রক্ষাসহ বিভিন্ন তৎপরতা চালাচ্ছেন তারা। শেখ হাসিনা বুধবার দিল্লিতে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে সাংবাদিকদের সামনে বলেন যে তিনি ডিসেম্বর নাগাদ বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান। এর আগে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েও তিনি একই কথা বলেছিলেন।

ফলে দেশে ফেরার এবং এরপর যেকোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে এখন জানাচ্ছেন তার দল ও এর সহযোগী বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা, যারা তাদের ভাষায় 'কৌশলগত কারণে আত্মগোপন' করে আছেন। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও দেশটির আদালতে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আসাদুজ্জামান খান কামাল বিবিসি বাংলাকে বলেছেন যে দেশে ফিরে যেকোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে তিনি ও তার দলীয় সতীর্থরা প্রস্তুত। 'নেত্রী যেরকম ঘোষণা দিয়েছেন, সেভাবেই আমরাও দেশে ফিরে গিয়ে বিচারের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। আমরা প্রমাণ করতে চাই যে আমাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো ভুয়া ছিল, আমাদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আসাদুজ্জামান খান কামাল।

'দেশে ফিরলে আমাদের সঙ্গে কী হতে পারে, ভবিষ্যৎ কী, সে ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই ধারণা আছে। ব্যক্তিগতভাবে আর পারিবারিকভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি,' বলছিলেন বাংলাদেশে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন।

"অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ছিল"

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই অগাস্টের ঘটনার দায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেই ফাঁসির আদেশ হয়েছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, 'ঘটনা পরম্পরা যেদিকে গিয়েছিল সেদিন, তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। হয়ত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ছিল আমাদের, ভুল তথ্যও দেওয়া হয়েছিল'। সরকার পতনের পর নয়ই সেপ্টেম্বর ভারতে পৌঁছান বলে জানান তিনি। 'যারা সরে আসতে পারেনি, তারা বেশিরভাগই জেলে, নয়তো বাড়ি-ঘর ছাড়া। আমার ছেলে, সে কোনো রাজনীতি করে না, আমার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাশোনা করত, সে-ও আজ দু'বছর হলো জেলে। আমার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। নিরাপত্তাকর্মীরা যতটুকু পারছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন আপাতত,' বলছিলেন আসাদুজ্জামান খান কামাল। ভারতে গত দুই বছরে মূলত আত্মীয়-বন্ধুদের সহযোগিতায় তার সংসার চলছে বলে দাবি করছেন তিনি।

প্রথম একবছর রীতিমতো "ট্রমা"র মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন বিবিসিকে। আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তার অধীনে যে পুলিশ বাহিনী ছিল, তাদের বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টের আন্দোলনকারীদের ওপরে গুলি চালানোসহ বহু অভিযোগ রয়েছে সেবিষয়ে তিনি কী বলছেন?

তিনি জবাবে বলেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা পুলিশ বা আনসার সদস্যরা পাঁচই অগাস্ট দুপুর পর্যন্ত কিন্তু সঠিকভাবেই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে বলে আমি মনে করি।'

"আত্মগোপন" কীভাবে?

বিবিসি বাংলা কথা বলেছে, ভারতে অবস্থানকারী বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলোর সদস্যদের সঙ্গে। প্রশ্ন করা হয়েছিল- দুবছর কীভাবে কাটলো তাদের "আত্মগোপনের" সময়টা?

বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যেসব নেতাকর্মীরা কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে থাকছেন, তারা প্রায় সকলেই বাসা ভাড়া করে রয়েছেন, অনেকেরই পরিবার সঙ্গে থাকে না। কয়েকজন মিলে একটাই বাসা ভাড়া নিয়ে আছেন, সেই তথ্যও জানা গেছে। তারা দাবি করেছেন যে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের মাধ্যমে তারা অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন। একসময়ে ঢাকা বা বাংলাদেশের নানা শহরে যেভাবে তারা জীবনযাপন করতেন, সেই আর্থিক সঙ্গতি অনেকেরই এখন আর নেই। নিজস্ব গাড়ির বদলে তাদের ট্যাক্সি বা অন্যান্য গণপরিবহণে চাপতে হয় বলে তারা দাবি করছেন। ভারতে চলে আসার পরে গত দুই বছরে পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হলেও তাদের ভাষায় "আত্মগোপন" করার গোড়ার সময়টা মোটেই সহজ ছিল না। 'আমি বাসা থেকে বেরিয়ে পরবর্তী কয়েক মাস নানা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে ছিলাম। ফোন ছিল না কাছে, ওই আত্মীয়দের ফোন থেকেই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। আমার পরিবারের অবশ্য এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম না। আমার ছোট মেয়ের জন্মের ঠিক আগে, ২০০৭ সালে আমাকে চোখ বেঁধে, গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমি জেলে যাওয়ার ১০ দিনের মাথায় আমার ছোট মেয়ের জন্ম হয়, ২২ মাস পরে আমি তাকে দেখতে পাই। বড় মেয়ের জন্ম হয় ২০০৪ সালের নভেম্বরে, আমার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে রেখেই আমি ২১শে অগাস্টের সমাবেশে গিয়েছিলাম, সেখানে গ্রেনেড বিদ্ধ হয়েছি। আমি শুধু আমার উদাহরণ দিলাম, এরকম অজস্র পরিবার একই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছে,' বলছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য পঙ্কজ নাথ। বাংলাদেশেই আত্মগোপন করে থাকছিলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনও। তার কথায়,'পাঁচই আগস্টের পরে দীর্ঘদিন আমি তো দেশেই ছিলাম। কৌশলগত কারণে বারবার জায়গা বদল করতে হয়েছে। তার মধ্যেই চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম সংগঠন পরিচালনা করার। তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দল যেভাবে বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দমন-পীড়ন যখন শুরু হল, তখন স্থান পরিবর্তন করতে হয় আমাকে। তবে আমাদের দলের সিংহভাগ মানুষই কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই এখনো আছেন।' পাঁচই আগস্টের পরে প্রায় দেড় বছর বাংলাদেশেই ছিলেন এবং নিজের অবস্থান গোপন রাখতে অন্তত ১২টা সিম পরিবর্তন করেছেন বলে দাবি করেন রোকেয়া প্রাচী। বাংলাদেশের বিনোদন ও রাজনৈতিক জগতে "আওয়ামী লীগপন্থি" মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। 'তিন দিন ঘর অন্ধকার করে থাকার পরে আমি খুব ভোরবেলায় চুপিসারে বাসা ছেড়ে চলে যাই। অভিনেত্রী হিসাবে বোরখা অনেক পড়েছি, কিন্তু পরিচয় লুকোতে সেদিন আমাকে বোরখা পরে বেরোতে হয়েছিল। ফোন বন্ধ করে দিয়েছিলাম। নিজের ফোন আর কখনই চালু করিনি,' বলছিলেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে যাদের বাসায় ছিলেন তাদের ফোনে ফেসবুক দিয়ে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছেন বলেও তিনি জানান।

দুবছরের কর্মকাণ্ড

আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর যেসব নেতাদের সঙ্গে বিবিসি বাংলা কথা বলতে পেরেছে, তাদের সব রাজনৈতিক কাজকর্মই মূলত সামাজিক মাধ্যমেই করে থাকেন বলে জানিয়েছেন।

ফেসবুক, মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে তারা যেমন যোগাযোগ করেন, তেমনই দেশে থাকা দলের কর্মীদের সঙ্গে অথবা অন্যান্য দেশে অবস্থানরত নানা স্তরের নেতাদের মধ্যে সেভাবেই তারা যোগাযোগ রাখেন। আবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেসব নেতারা বাস করেন, নিজেদের মধ্যে তারা দেখা যেমন হয়, তেমনই বৈঠকও করেন। এর আগে কলকাতা লাগোয়া এলাকায় একটি বাণিজ্যিক অফিসও তারা নিয়েছিলেন, যেখানে নিয়মিত বৈঠক হতো। নিজেদের মধ্যে ওই ঘরটিকে তারা "পার্টি অফিস" বলেই চিহ্নিত করতেন। বিবিসি বাংলা সেই ঘরটি দেখেও এসে তা নিয়ে প্রতিবেদন করেছিল।

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পরে দলীয়ভাবে বিবৃতি দিয়ে তারা কলকাতায় কোনো "পার্টি অফিস" স্থাপন করার বিষয়টি অস্বীকার করে। তবে এখন আর সেই বাণিজ্যিক অফিসটা তারা ব্যবহার করেন না বলেই জানিয়েছে দলটির কয়েকটি সূত্র। অন্য কোথাও নতুন করে "অফিস" নেওয়া হয়নি বলেই জানিয়েছে ওই সূত্রগুলো।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রথম এক বছর সরাসরি কারও দেখা হয়েছিল — এমনটা জানা যায় না। কিন্তু তারপর থেকে আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনগুলোর বিভিন্ন স্তরের নেতারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মাঝে মাঝেই দিল্লিতে গিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে আসেন --- এমনটা জানতে পেরেছে বিবিসি।

তাদের ভাষায়, আত্মগোপন করে থাকার প্রথম কয়েক মাস বা বছর খানেক অনিশ্চয়তা এবং "ট্রমা"র মধ্যে দিয়ে কাটলেও তারপরে আওয়ামী লীগের নেতারা পুরোদমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী যেমন বলছিলেন, গত দুই বছর কারাগারের বাইরে থাকা নেতারা দলকে গুছিয়ে নেওয়ার কাজ করেছেন। 'ব্যক্তিগতভাবে আমি দলীয় কার্যক্রমেই সম্পৃক্ত ছিলাম। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সেখানে প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কাজগুলো করেছি,' জানাচ্ছিলেন মি. চৌধুরি।

নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলছিলেন, 'বাংলাদেশে আমাদের যে নেতা-কর্মীরা রয়ে গেছেন, তারাই তো মূল শক্তি। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, কমিটিগুলি পুনর্গঠন করা, যেসব মামলা চলছে তাতে সহায়তা দেওয়া এসব করতেই দিন কেটে যায়। এ ছাড়া সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণার কাজ তো আছেই।'

মি. হোসেনের কথায়, 'মানসিক আর পারিবারিকভাবে আমি এবং আমরা দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুত। রোডম্যাপটা তৈরি, এখন অপেক্ষা করছি টাইমলাইনের জন্য।' বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবারও দেশে ফিরে যাওয়ার কথা আবারও বলেছেন, কিন্তু কবে, কীভাবে তিনি দেশে ফিরবেন, সে ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করেননি তিনি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

10-08-26.pmd 1 11-08-2026, 00:21

আগরতলায় নিপুণ ত্রিপুরার মিছিল। ছবি নিজস্ব

নতুন শিল্পনীতিতে অ্যানসিলারি শিল্পের চাহিদা রয়েছে এমন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে জোর দেবে বাংলা

কলকাতা, ১০ আগস্ট (আইএএনএস): চলতি মাসেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্ত করতে চলেছে। নবান্ন সূত্রের খবর, প্রস্তাবিত নতুন শিল্পনীতিতে এমন ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যেখানে ছোট সহায়ক ব্যবসা বা অ্যানসিলারি শিল্পের চাহিদা বেশি রয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, উৎপাদন ও পরিষেবাদুই ক্ষেত্রেই অ্যানসিলারি শিল্পের প্রবল চাহিদা রয়েছে এমন কয়েকটি ক্ষেত্র ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে বস্ত্র ও পোশাক শিল্প, লোহা ও ইস্পাত, ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, অটোমোবাইল শিল্প এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স।

নতুন শিল্পনীতির আওতায় 'শিল্পের জন্য জমি' সংক্রান্ত নীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আগামী ১১ আগস্ট নবান্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের সভাপতিত্বে ওই বৈঠকে শিল্পপতি এবং বিভিন্ন শিল্প সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেখানে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ নেওয়া হবে।

বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত এক রাজ্য সরকারি আধিকারিক বলেন, বৈঠকে অ্যানসিলারি শিল্পের প্রবল চাহিদা রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্পায়ন এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের পরিকল্পনা তুলে ধরবে রাজ্য সরকার। এই পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সে বিষয়ে শিল্পপতি ও শিল্প সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, অ্যানসিলারি শিল্পের চাহিদা রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল এমন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, যার মাধ্যমে মূল শিল্প ইউনিটের পাশাপাশি ছোট সহায়ক ব্যবসাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

ওই আধিকারিকের মতে, সহায়ক ব্যবসার চাহিদা রয়েছে এমন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো হলে মূল শিল্প ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে ও (এমএসএমই) সমান্তরালভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দিকে বিশেষ নজর রেখে প্রস্তাবিত নতুন শিল্পনীতিতে 'টি্পল-টি'চা, কাঠ এবং পর্যটনক্ষেত্রের উপরও জোর দেওয়া হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্য সরকারের ওই আধিকারিক আরও বলেন, গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী সুদীপ্ত অধিকারী দাবি করেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রাজ্যের চা ও বস্ত্রশিল্প পুনরুজ্জীবনে সব ধরনের কেন্দ্রীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী, বড় মাপের বিনিয়োগ আকর্ষণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সার্বিক শিল্পনীতি তৈরিই এখন রাজ্য সরকারের লক্ষ্য।শিল্প মহলের পর্যবেক্ষকদের মতে, অ্যানসিলারি শিল্পের চাহিদা রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলিতে নজর দেওয়া একইসঙ্গে বড় বিনিয়োগ এবং অধিক কর্মসংস্থান তৈরির কার্যকর কৌশল হতে পারে।

কলকাতার এক শিল্প পর্যবেক্ষক বলেন, এই ধরনের শিল্পে অ্যানসিলারি ব্যবসার চাহিদা বেশি থাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষদুই ধরনের উদ্যোগই উৎসাহিত হয়। নতুন শিল্পনীতিতে চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলি বড় মাপের বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দ্বৈত লক্ষ্য পূরণের জন্য উপযুক্ত।

জিন্স পরা নারীর ব্যক্তিগত পছন্দ, পোশাক নিয়ে সমাজের নির্দেশ দেওয়ার অধিকার নেই: দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (আইএএনএস): কোনও নারী কী পোশাক পরবেন, তা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দ। সমাজ, প্রতিবেশী বা অন্য কোনও ব্যক্তির সেই পোশাক নিয়ে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার নেই। সোমবার একটি যৌন হেনস্থার মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার সময় এমনই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল দিল্লি হাইকোর্ট।

বিচারপতি চন্দ্রশেখরন সুধার একক বেঞ্চ খালাস পাওয়া অভিযুক্তের বিরুদ্ধে করা আপিল মঞ্জুর করে তাঁকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪এ(১)(ই) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে। মামলাটি এক তরুণীকে বারবার অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করা এবং তাঁর গাল ও কোমরে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ সংক্রান্ত।

মামলার শুনানিতে ওই নারীর পোশাক, বিশেষ করে তিনি জিন্স পরতেন কি না, তা নিয়ে সওয়াল করায় আদালত তীব্র আপত্তি জানায়।

বিচারপতি সুধা বলেন, "কোনও মেয়ে বা নারী কী পোশাক পরবেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ। তাঁর প্রতিবেশী, সমাজ, অভিযুক্ত কিংবা আদালতে উপস্থিত কোনও আইনজীবীরও তাঁর পোশাক নির্ধারণ করার অধিকার নেই।"

ট্রায়াল চলাকালীন প্রতিরক্ষা পক্ষ ওই নারীর পোশাক এবং পশ্চিমী পোশাক পরা নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের আপত্তির বিষয়টি তুলে প্রশ্ন করেছিল। ওই নারী জানিয়েছিলেন, তিনি সাধারণত "সাধারণ জিন্স ও টপ" পরেন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর পোশাক নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

এই ধরনের জেরা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অনুচিত বলে মন্তব্য করে দিল্লি হাইকোর্ট জানায়, ওই প্রশ্নের মাধ্যমে অভিযোগকারিণীকে বিব্রত, অপমান এবং নৈতিকভাবে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আদালত স্পষ্ট জানায়, "একজন নারীর পোশাকের পছন্দ তাঁর মর্য্যাদা কমায় না এবং তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি আচরণের কোনও যুক্তি বা অনুমোদন হিসেবেও তা ব্যবহার করা যায় না।"

নারীর কীভাবে পোশাক পরা উচিতএমন পশ্চাদপদ ধারণার ভিত্তিতে করা প্রশ্নের আদালতে কোনও স্থান নেই বলেও জানায় বেঞ্চ। এই ধরনের প্রশ্নকে কোনওভাবেই চরিত্রহনন বা অভিযোগকারিণীকেই দোষী করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ওই নারীর জিন্স পরা "তরুণ ছেলেদের বিপথে নিয়ে যেতে পারে"প্রতিরক্ষা পক্ষের এমন যুক্তিও খারিজ করে আদালত। বিচারপতি সুধা বলেন, সমাধান মেয়েদের ও নারীদের পোশাক নিয়ন্ত্রণে নয়। বরং বাবা-মা ও সমাজকে শিশুদের নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা, ব্যক্তিগত সীমারেখাকে সম্মান করা এবং বাড়ি ও বাইরে প্রত্যেক মানুষের মর্য্যাদা রক্ষা করার শিক্ষা দিতে হবে।

মামলায় ধর্ম ও স্থানীয় রীতিনীতির প্রসঙ্গ তোলারও সমালোচনা করে আদালত। প্রতিরক্ষা আইনজীবী দাবি করেছিলেন, প্রত্যেক এলাকার নিজস্ব রীতি ও প্রথা রয়েছে এবং সবাইকে তা মেনে চলতে হয়। আদালত এই যুক্তিকে "সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য" বলে জানায়।

বিচারপতি সুধা বলেন, ওই নারীর ধর্ম, এলাকার বাসিন্দাদের ধর্ম এবং তাঁর পোশাককোনওটির সঙ্গেই আদালতের সামনে থাকা মূল অভিযোগের কোনও সম্পর্ক নেই। ধর্ম বা স্থানীয় রীতিকে ব্যবহার করে কোনও বেআইনি আচরণকে ন্যায্যতা দেওয়া বা কোনও নারীর ব্যক্তিগত পছন্দের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় না। আদালত আরও উল্লেখ করে, অভিযুক্ত ও এলাকার কিছু বাসিন্দার করা অভিযোগে ওই নারীর "অপরাধ" হিসেবে মায়ের সঙ্গে বাড়িতে থাকা, পরিবারের কোনও পুরুষ সদস্য না থাকা, "আপত্তিকর পোশাক" পরা এবং সেই পোশাকের মাধ্যমে এলাকার তরুণ ছেলেদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার মতো বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কেন তদন্ত শুরু করেছিল, তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করে আদালত। বিচারপতি সুধা বলেন, দেশের প্রচলিত কোনও আইন, বিধি বা আইনি বিধানের এমন কোনও ধারা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, যা ওই নারীর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। আদালতের মতে, অভিযুক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মূল আপত্তি ছিল ওই নারীর পোশাক নিয়ে। তাঁর পোশাকের কারণে তাঁর সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই বলেও জানায় বেঞ্চ।

এমনকি কোনও নারীকে "সহজলভ্য চরিত্রের" বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর গোপনীয়তা ও আইনি সুরক্ষার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে বলে আদালত স্পষ্ট করে।

মামলায় ওই নারীর সাক্ষ্যকে ধারাবাহিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছে আদালত। অভিযুক্তের অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শ এবং তাঁর মন্তব্যকে একত্রে বিবেচনা করে আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪এ(১)(ই) ধারায় যৌন হেনস্থার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানায়।

সেই অনুযায়ী অভিযুক্ত সাজিদ আলিকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সাজা নির্ধারণের শুনানির জন্য তাঁকে বুধবার দিল্লি হাইকোর্টে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একইসঙ্গে বিচারপতি সুধা বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদেরও সতর্ক করে বলেন, জেরা কোনও সাক্ষীকে অপমান, লজ্জিত, ভয় দেখানো বা হয়রানি করার লাইসেন্স হতে পারে না। "জেরার আড়ালে কোনও সাক্ষীর মর্য্যাদার উপর আঘাত করা হলে আদালত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না" বলেও মন্তব্য করে আদালত।

কোনও মামলার সঙ্গে সরাসরি প্রাসঙ্গিক না হলে নারীর পোশাক, চরিত্র, জীবনযাপন, ধর্ম বা ব্যক্তিগত পছন্দ নিয়ে প্রশ্ন জেরায় অনুমোদন করা উচিত নয় বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এই রায়ের একটি অনুলিপি দিল্লির সমস্ত প্রিন্সিপাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশনস জজের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তা বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের মধ্যে প্রচার করা যায়। পাশাপাশি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সংবেদনশীলতা কর্মসূচির জন্য রায়ের অনুলিপি দিল্লি জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর (অ্যাকাডেমিক্স)-এর কাছেও পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিরোধীদের ওয়াকআউটের মধ্যেই রাজ্যসভায় পাশ 'ব্যাঙ্কার্স' বুকস এভিডেন্স বিল

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (আইএএনএস): বিস্তারিত আলোচনা শুরুর আগেই বিরোধী সাংসদদের ওয়াকআউটের মধ্যে সোমবার রাজ্যসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হল 'ব্যাঙ্কার্স' বুকস এভিডেন্স বিল, ২০২৬'।

দিনের শুরুতে একাধিকবার অধিবেশন মুলতুবি হওয়ার পর ফের সভা বসলে উপসভাপতি হরিবংশ নারায়ণ সিং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে লোকসভায় ইতিমধ্যেই পাশ হওয়া বিলটি বিবেচনার জন্য পেশ করতে বলেন।

এই বিলের মাধ্যমে ১৩৫ বছরের পুরনো 'ব্যাঙ্কার্স' বুকস এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৯১'বাতিল করে বর্তমান ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে আর্থিক নথিকে আইনি প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের কাঠামো।

বিলটি পেশ হওয়ার সময়ও বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন। বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে উপসভাপতি জানান, ১৯৫২ সালে প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন, তবে তাঁকে বিলটির বিষয়ের মধ্যেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।

বিলটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, ১৮৯১ সালের মূল আইনটি এমন সময়ে তৈরি হয়েছিল, যখন ব্যাঙ্কিংয়ের নথি মূলত কাগজে সংরক্ষিত থাকত। আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্কের নথির সত্যায়িত কপিকে আদালতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া, যাতে ব্যাঙ্ককর্মীদের মূল খাতা নিয়ে আদালতে হাজির হতে না হয়।

বর্তমানে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিংয়ের দ্রুত প্রসারের ফলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নথি তৈরি, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তাই বিদ্যমান আইনি কাঠামোকে আধুনিক ও আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়েছে বলে জানান তিনি।

সীতারামন বলেন, নতুন আইনে "সম্পূর্ণ গোপনীয়তা ও সুরক্ষা" নিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে।

আলোচনায় অংশ নেওয়া সদস্যরা দীর্ঘদিনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে আইনি কাঠামোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগকে স্বাগত জানান। পাশাপাশি তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার বিষয়েও তাঁরা মতামত দেন।

বিলটি নিয়ে আলোচনার আগে বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে দুপুরে রাজ্যসভা ২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়। উপসভাপতি অর্থমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার জন্য ডাকতে শুরু করার দু'মিনিটের মধ্যেই বিরোধীদের প্রতিবাদে অধিবেশন ব্যাহত হয়।

'ব্যাঙ্কার্স' বুকস এভিডেন্স বিল, ২০২৬' পাশের ফলে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যবহৃত ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল নথি ও তথ্যকে আইনি প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আধুনিক কাঠামো তৈরি হবে বলে সরকার মনে করছে।

জেপিএসসি পরীক্ষায় অনিয়ম: প্রাক্তন চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতে গ্রেফতার, ২ কোটি টাকার ঘুষের অভিযোগ

রাঁচি, ১০ আগস্ট (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর ১৪তম সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কথিত অনিয়ম ও মেধা কেলেঙ্কারির তদন্তে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট। সোমবার জেপিএসসি-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতেকে গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী সংস্থা। সিআইডি-এর দাবি, পরীক্ষার চুক্তি টিএসআর ডেটা প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড (টিডিপিএল)-কে দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ এবং নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে খিয়াংতের ভূমিকা উঠে এসেছে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, আগে কালো তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ওই আউটসোর্সিং সংস্থাকে নিয়মবহির্ভূতভাবে পরীক্ষার কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল।

লখনউভিত্তিক টিডিপিএল-কে অনিয়মের অভিযোগে ২০২৫ সালের মে মাসে ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন (জেএসএসসি) কালো তালিকাভুক্ত করেছিল। তা সত্ত্বেও জেপিএসসি-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ওই সংস্থাকে চুক্তি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

সিআইডি জানিয়েছে, এই মামলায় আগে গ্রেফতার হওয়া টিডিপিএল-এর মার্কেটিং ম্যানেজার অভয় তিওয়ারি জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেন, চুক্তি পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে খিয়াংতে সংস্থার কাছ থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন। মোট চুক্তিমূল্যের ২০ শতাংশ কমিশন হিসেবেও তিনি অর্থ পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন তিওয়ারি।

গ্রেফতারের আগে সিআইডি চার দফায় ৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে খিয়াংতেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তদন্তে আরও জানা যায়, তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক টিডিপিএল-কে চুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন।

তদন্তকারীদের মতে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের টিডিপিএল-এর অতীত রেকর্ডের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, ২০ মে ২০২৫ জেএসএসসি টিডিপিএল-কে কালো তালিকাভুক্ত ও তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও খোলা টেন্ডারের পরিবর্তে মনোনয়নের ভিত্তিতে সংস্থাটিকে চুক্তি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় খিয়াংতে দাবি করেন, চুক্তি দেওয়ার সময় কমিশন টিডিপিএল-এর কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানত না। তিনি ঘটনাটিকে প্রশাসনিক ত্রুটি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তবে সিআইডি তাঁর ভূমিকা নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখে।

এর আগে কাঙ্কে রোড-এ খিয়াংতের সরকারি বাসভবন এবং জেপিএসসি দফতরে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করে তদন্তকারী সংস্থা।

খিয়াংতের গ্রেফতারের পর এই মামলায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৯। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জেপিএসসি-এর ডেপুটি কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনস শ্বেতা কুমারী গুপ্তা, টিডিপিএল-এর ডিরেক্টর রামবীর সিং, অভয় তিওয়ারি এবং জেপিএসসি-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কম্পিউটার অপারেটর-সহ অন্যরা।

এছাড়া সিআইডি রাঁচি ও লখনউয়ে টিডিপিএল-এর দফতর সিল করে দিয়েছে। পরীক্ষায় অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত আরও সরকারি আধিকারিক ও ব্যক্তির সন্ধান এবং এই কেলেঙ্কারির নেপথ্যে থাকা কথিত সমান্তরাল চক্রের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে সংস্থাটি।

দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একান্ত বৈঠক নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহের

কাঠমান্ডু, ১০ আগস্ট (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার কোনও বিদেশি কূটনীতিকের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। সোমবার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নবীন শ্রীবাস্তবের সঙ্গে এই বৈঠক করেন তিনি। গত ২৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে একান্ত বৈঠক না করার যে নীতি তিনি নিয়েছিলেন, এই সাক্ষাৎ তার ব্যতিক্রম।

অতীতে নেপালের প্রধানমন্ত্রীরা বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে নিয়মিত একান্ত বৈঠক করতেন। তবে এই রীতি নিয়ে সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের একাংশের সমালোচনা ছিল। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শাহ একান্ত বৈঠক এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও তিনি বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে একাধিক যৌথ বৈঠক করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় জানিয়েছে, সোমবার সিংহদরবারে নিজের দফতরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নবীন শ্রীবাস্তবের সঙ্গে বৈঠক করেন শাহ। বৈঠকে ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্ব, পারস্পরিক স্বার্থ, উন্নয়ন অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সচিবালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রদূত শ্রীবাস্তব প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহকে অভিনন্দন জানান এবং দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে, শাহ নেপাল ও ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও গভীর করার পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

সোমবারই পরে চীনা রাষ্ট্রদূত ঝাং মাওমিংয়ের সঙ্গেও শাহের পৃথক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। মঙ্গলবার নেপালে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স স্কট আরবমের সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে।

নেপালের দুই প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একই দিনে পৃথক বৈঠকের সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারত ও চীনদুই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেই সমান গুরুত্ব দিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখার নেপালের অবস্থান স্পষ্ট হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কাঠমান্ডুভিত্তিক কোনও বিদেশি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এটিই শাহের প্রথম একান্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ। এর আগে ৯ এপ্রিল এবং ২৬ মে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ না করে তাঁদের নিয়ে যৌথ বৈঠক করেছিলেন তিনি।

শাহের সেই সিদ্ধান্তকে নেপালের কূটনীতিক, বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞ এবং পর্যবেক্ষকদের একাংশ স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে যৌথ বৈঠক আরও স্বচ্ছ ও সমতাভিত্তিক কূটনৈতিক যোগাযোগের প্রতিফলন।

তবে বিদেশি দেশগুলির সঙ্গে নেপালের যোগাযোগ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সামনে আসায় এই নীতি দীর্ঘদিন বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠছিল। এর আগে জুলাইয়ের শুরুতে তিন দিনের নেপাল সফরে আসা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দার সঙ্গেও বৈঠক করে নিজের ঘোষিত নীতি থেকে সরে এসেছিলেন শাহ।

এর আগে কাঠমান্ডুতে মার্কিন দূতাবাসের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী বিদেশসচিব সমীর পল কাপুর এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোরের সঙ্গে বৈঠকের অনুরোধ করা হলেও শাহ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে জানা যায়। গোর একইসঙ্গে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বেও রয়েছেন। মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট ফর পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি সারাহ বি. রজার্স নেপাল সফরে গেলেও শাহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। এমনকি মে মাসের শুরুতে ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির কাঠমান্ডু সফরের প্রস্তাবিত কর্মসূচিও শাহ তাঁকে সাক্ষাতের সময় না দেওয়ায় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়।

বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া নেপালের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে সহায়ক নয়।

বিদেশনীতি বিশ্লেষক অরুণ সেবুদি আগে আইএএনএসকে বলেছিলেন, "প্রোটোকল যেন নেপালের কাছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশ বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।"

শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য ভক্তদের ভিড়। ছবি নিজস্ব

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

টয়লেট পেপারই ব্যবহার করে চিরন্তন ঝামেলা থেকে এক্কেবারে মুক্তি দিতে পারে ফ্রিজকে

ফ্রিজ খুললেই কি একটা বিদঘুটে গন্ধ সোজা নাকে এসে ধাক্কা মারে? কিংবা পেছনের দেওয়ালে বরফের পাহাড় জমে গিয়ে কাঁচা সবজি নিমেষেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? লাখ টাকার দামী দামী স্মার্ট ফ্রিজ ব্যবহার করেও এই একটা সমস্যা থেকে কিছুতেই রেহাই মিলছে না? তবে জানলে অবাক হবেন, বাথরুমের ওই একটা সাধারণ টয়লেট পেপারই এই চিরন্তন ঝামেলা থেকে এক্কেবারে মুক্তি দিতে পারে!

শুনতে অবাক লাগলেও, এর পেছনের কারণটা কিন্তু পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। সারাদিনে যখনই বারবার ফ্রিজের দরজা খোলা-বন্ধ করা হয়, অমনি বাইরের গরম ও স্যাঁতসেঁতে হাওয়া ভেতরে ঢুকে পড়ে। ভেতরের কড়া ঠান্ডা আর বাইরের বাতাসের আর্দ্রতা মুখোমুখি হলেই ভেতরে জমা হতে থাকে প্রচুর জলীয় বাষ্প। পরে সেটাই ফ্রিজের দেওয়ালে শক্ত বরফের স্তর তৈরি করে। আর একই সঙ্গে ঢাকা না দেওয়া হরেক পদের খাবারের কটু গন্ধও ওই আর্দ্র হাওয়ার ওপর ভর করে গোটা ফ্রিজে ছড়িয়ে পড়ে।

ঠিক এখানেই আসল কামাল দেখায় ওই কাগজের রোল। টয়লেট পেপারের গায়ে থাকে লাখ লাখ সূক্ষ্ম ছিদ্র, যা স্পঞ্জের থেকেও দ্রুত জলীয় বাষ্প শুষে নিতে পারে। ফ্রিজের একদম পেছনের কোণে একটি শুকনো রোল বসিয়ে রাখলেই কেল্লাফতে! এটি বাতাসের বাড়তি আর্দ্রতা নিজের ভেতর টেনে নেয়। ফলে একদিকে যেমন দেওয়ালে নতুন করে শক্ত বরফ জমে না, তেমনই খাবারের দুর্গন্ধকেও এক লহমায় সরিয়ে দেয়। আর বরফ না জমলে ফ্রিজের মোটরের ওপর থেকেও বাড়তি ধকল কমে, ফলে কারেন্টের বিলও নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটু বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যত্ন নিলে একটা সাধারণ ফ্রিজ অনায়াসে ২০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। আর ফ্রিজের এই আয়ু বাড়ানোর খেলাতেই

সবচেয়ে কাজের হাতিয়ার হতে পারে এই ঘরোয়া টোটকা। শুধু খেয়াল রাখবেন, রোলটি যেন সব সময় ফ্রিজের পেছনের অংশে রাখা থাকে। আর প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর, কিংবা রোলটি বেশি ভিজে গেলে নতুন একটা পেপার রোল আগেরটার জায়গায় রেখে দেবেন, তাতেই ফ্রিজ থাকবে একদম ঝকঝকে ও ফ্রিজের খাবারও থাকবে এক্কেবারে টাটকা!

দিনে কতটা ভাত খেলে ওজন বাড়বে না

ওজন বাড়ছে। এই আতঙ্কে সবার আগে ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। আগে যেখানে এক থালা ভাত খেতেন, এখন ওটস, কিনোয়া খাচ্ছেন। এতে আদৌ কি কোনও লাভ হচ্ছে?

এক নজরে ওজন কমাতে ভাত পুরোপুরি বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। থালার ২৫ শতাংশ অংশে ভাত রাখা উচিত। এক কাপ সিদ্ধ ভাতে প্রায় ২০০ ক্যালোরি থাকে। ভাতের সঙ্গে ডাল, সব্জি ও লিন প্রোটিন খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ব্রাউন রাইস না খেলেও পরিমিত সাদা ভাত খেয়ে সুস্থ থাকা সম্ভব। ওজন কমালে কি ভাত খাওয়া যায় না? ভাতের মধ্যে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। কাজ করার এনার্জি জোগায় ভাত। কিন্তু ওজন কমাতে হলে যে ভাত খাওয়া ছাড়তে হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই। পুষ্টিবিদ ঈশানী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ভাত খেলে ওজন বাড়ে এটা একদম সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং পরিমিত খেলে ওজন বশেই থাকে।'

ওজন ধরে রাখতে কতটা ভাত খাওয়া যায়? পুষ্টিবিদের কথায়, 'খাবার থালাকে চার ভাগে ভাগ করা উচিত। তার মধ্যে ৫০ শতাংশ থাকবে শাকসব্জি ও ফল। আর বাকি ৫০ শতাংশ -এর মধ্যে ২৫ শতাংশ থাকবে লিন প্রোটিন এবং ২৫ শতাংশ থাকবে কার্বস।' লিন প্রোটিন হিসেবে ডাল, মাছ-মাংস, ডিম খাওয়া যায়। আর বাকি এক-চতুর্থাংশ ভাত রাখা যায়। সাধারণত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ ও ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশনের মতে, কোন ব্যক্তির দৈনিক কতটা ক্যালোরি দরকার, তা নির্ভর করে বয়স, লিঙ্গ, ওজন এবং তার কায়িক পরিশ্রমের উপর। যদি কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ওজন ৬৫ কেজি হয়, তা হলে তাঁর প্রতিদিন ২,১১০ ক্যালোরি দরকার পড়ে। এই একই ওজন যদি কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার হয়, তা হলে তাঁর দৈনিক ১,৬৬০ ক্যালোরি দরকার। অন্যদিকে, এক কাপ সিদ্ধ ভাতে প্রায় ২০০ ক্যালোরি থাকে। সুতরাং, ভাত খাওয়া ছাড়লে চলবে না। দৈনন্দিন ডায়েটে আপনি আধ থেকে এক কাপ ভাত রাখতে পারেন। কী ভাবে ভাত খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় নেই? পুষ্টিবিদ বলেন, 'যদি পাতে মিলের এক-চতুর্থাংশ ভাত রাখা যায়, তা হলে ওজন নিয়ন্ত্রণেই থাকে। যদি অতিরিক্ত পরিমাণ ভাত খান, তখন ওই কার্বোহাইড্রেট শরীরে ফ্যাট হিসেবে জমা হবে।' তবে শুধু যে পরিমাণের দিকে নজর দেবেন, এমনটা নয়। সঠিক উপায়ে ভাত খাওয়াও দরকার। ভাতের সঙ্গে পাতে এক বাটি ডাল, সব্জির তরকারি এবং লিন প্রোটিন রাখতে হবে। এই লিন প্রোটিন হিসেবে আপনি মাছ-মাংস, ডিম বা পনির ইত্যাদি বেছে নিতে পারেন। সাদা ভাতের ছেড়ে ব্রাউন রাইস খাওয়া কি বেশি ভালো? শুধু ব্রাউন রাইস নয়, লাল ও কালো চালের ভাতেও ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে। এগুলো রিফাইন্ড হয় না। কিন্তু এই ধরনের চালের দাম তুলনায় বেশি। আবার অনেক সময়ে এই ধরনের ভাত অনেকের পেটে সহ্য হয় না। সে ক্ষেত্রে এই ধরনের চালের ভাত খেয়েও কোনও লাভ নেই। ঈশানীর বক্তব্য, 'ব্রাউন রাইসের দাম বেশি। আর এটা খেলেই যে ওজন কমবে এমনটাও নয়। তার চেয়ে সাদা চালের ভাত পরিমিত পরিমাণে এবং সঠিক উপায়ে খেলেই উপকার পাবেন।' ১. ওজন কমাতে কি ভাত খাওয়া বন্ধ করতে হবে? না। পরিমিত পরিমাণে ভাত খেলে ওজন কমানোর ডায়েটেও তা রাখা যায়। ২. দিনে কতটা ভাত খাওয়া উচিত? সাধারণভাবে আধ কাপ থেকে এক কাপ সিদ্ধ ভাত এবং থালার এক-চতুর্থাংশ অংশ কার্বোহাইড্রেট রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যক্তিভেদে প্রয়োজন ভিন্ন হতে পারে। ৩. ভাত কীভাবে খেলে ওজন বাড়ার আশঙ্কা কম থাকে? ভাতের সঙ্গে ডাল, প্রচুর সবজি এবং মাছ, ডিম, মুরগি বা পনিরের মতো লিন প্রোটিন খেলে ভারসাম্যপূর্ণ খাবার হয়। ৪. ব্রাউন রাইস কি সাদা ভাতের চেয়ে ওজন কমাতে বেশি কার্যকর? অবশ্যই নয়। ব্রাউন রাইসে ফাইবার বেশি থাকলেও শুধু এটি খেলেই ওজন কমে না। ৫. ভাতে কত ক্যালোরি থাকে? প্রায় এক কাপ সিদ্ধ সাদা ভাতে গড়ে ২০০ ক্যালোরি থাকে।

আধিকারিকের কলমে জঙ্গল মহলের ডায়েরি

একজন লেখক তাঁর লেখনি তথা শিল্পী সত্তার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। মনের আনাচে-কানাচে ঘুরতে থাকা বিভিন্ন সুপ্ত কথা কলমের ডগায় ফুটে ওঠে। লেখক সুখেন্দু হীরা তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সারবস্তুর কথা তুলে ধরেছেন। সুখেন্দু হীরা পেশায় একজন আইপিএস অফিসার। ব্যারাকপুরে প্রশিক্ষণের পর জলপাইগুড়ি জেলায় তাঁর কর্মজীবন শুরু। তারও আগে রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে রাজস্ব আধিকারিক হিসেবে কাজ করেছেন কিছুদিন। বর্তমানে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি পদে কর্মরত। লেখক সত্তার পাশাপাশি তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্ম সুচারুরূপে ফুটে উঠেছে 'জঙ্গল মহলের ডায়েরি' নামক বইয়ের প্রতিটা পাতায়। ডায়েরি লেখা মানুষের খুবই এক ভালো অভ্যাস, লেখক তাঁর বইয়ের মাধ্যমে সেকথা বলেছেন বারে বারে। সূর্য ওঠা থেকে অস্ত যাওয়া অব্দি প্রতিটি কাজের হিসেব-নিকাশ যদি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহলে সেটি ভবিষ্যতের বই রূপে সঞ্চিত থাকবে। 'শালবনি পর্ব- দুই' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'শালবনিতে পা দিয়ে ভালোলাগার কথা, ভালবাসার অনুভূতির কথা। রেল লাইনের ধারে অ্যাসবেসটসের কারখানা রাস্তার আলোর ঝলকানি যান্ত্রিক আওয়াজ শ্রমিকদের চা চপের দোকানের ভিড়েরকথা বইয়ের প্রতিটা পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে'। 'ঝাড়গ্রাম পর্ব' অধ্যায়েও লেখক তাঁর দিনলিপি ডায়েরির পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন, 'সমস্ত পুলিশদের খুব সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করার অভিজ্ঞতা কথা। এছাড়াও মাওবাদীদের গতিবিধির ওপর পুলিশ আধিকারিকরা সদা সর্বদা সচেতন ছিল। সর্বদা চোখ নাক কান খোলা রেখে পুলিশ আধিকারিকরা কাজ করতো'। জঙ্গলমহলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পেছনে রাজ্য প্রশাসনের বিরাট ভূমিকা আছে। ভারতবর্ষের সেই সময় অনেক জায়গায় মাওবাদী সমস্যা ছিল। ওইসব জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের মতো এতো মসৃণভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। এর পেছনে জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল বলে কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা তাঁর সুন্দর মুখবন্ধে ফুটিয়ে তুলেছেন।

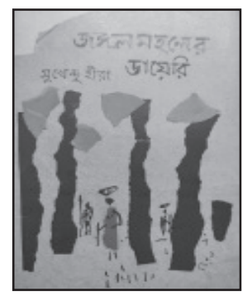

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

সুখেন্দু হীরা
জঙ্গল মহলের ডায়েরি
ব্ল্যাকবুক প্রকাশক
মূল্য ২৫০

সতর্কবার্তা শুনেই কীভাবে ১২০ কেজি ওজন কমান আদনান সামি

হাতে সময় আছে মাত্র ৬ মাস! ২৩০ কেজি ওজনের আদনান সামিকে ঠিক এই ভাষাতেই সতর্ক করেছিলেন চিকিৎসক। মৃত্যুর এই চরম দিনক্ষণ শুনে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল গায়কের। তবে তাঁর চেয়েও বেশি ভেঙে পড়েছিলেন তাঁর বাবা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ১২০ কেজি ওজন কমানোর সেই কঠিন লড়াইয়ের গল্পই শোনালেন বলিউডের জনপ্রিয় এই গায়ক। জানালেন, বেঁচে ফেরার এই অসাধ্য সাধন তিনি করেছিলেন শুধুই তাঁর বাবার জন্য।

আদনান জানান, চিকিৎসকের ওই চরম সতর্কবার্তা তাঁর থেকেও বেশি আঘাত করেছিল তাঁর বাবাকে। কারণ, সেই ভয়ংকর মুহূর্তে তিনি আদনানের ঠিক পাশেই

বসেছিলেন। গায়কের কথায়, ''চিকিৎসক যখন ওই কথাটি বললেন, আমি দেখলাম বাবার চোখে জল এসে গিয়েছে। নিজের চেয়েও প্রিয়জনদের কষ্ট দেখা সবচেয়ে কঠিন। সেদিন বাবার চোখের জল দেখে আমি ভিতর থেকে ভেঙে পড়েছিলাম।''

প্রথমে গায়ক ভেবেছিলেন, চিকিৎসক একটু বেশিই ভয় দেখাচ্ছেন। তিনি বাবাকে বোঝানোর চেষ্টাও করেন যে চিকিৎসক অযথাই নাটক করছেন। কিন্তু বাবা তা মানতে চাননি। তিনি ছেলেকে স্পষ্ট জানান, চিকিৎসক একদম ঠিক কথাই বলছেন। বাবার সেই হতাশা দেখেই আদনান জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিজ্ঞাটি করে ফেলেন। তিনি বাবাকে কথা দেন, যে করেই হোক এই পরিস্থিতি থেকে তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন।

বলিউডে কান পাতলেই সে সময় শোনা গিয়েছিল, আদনান নাকি অস্ত্রোপচার করে মেদ ঝরিয়েছেন। তবে গায়ক এই দাবি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট জানান, কোনও সার্জারি নয়, স্রেফ কড়া ডায়েট এবং কঠোর শরীরচর্চার উপরেই ভরসা রেখেছিলেন তিনি।

এই পথ চলা কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না। পদে পদে ছিল হতাশা। গায়ক বলেন, ''আমি হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছি। পছন্দের সব খাবার থেকে নিজেকে দূরে রেখে, ঘাম ঝরানোর পর যখন দেখতাম মাত্র আধ কেজি ওজন কমেছে, তখন মানসিকভাবে খুব হতাশ লাগত।'' মনে প্রশ্ন জাগত, এত কষ্ট করে আদৌ কোনও লাভ হচ্ছে কি? কিন্তু বাবার কাছে করা সেই প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে তিনি কখনও মাঝপথে হাল ছাড়েননি।

ওজন কমানোর এই যাত্রায় একটা সময়ে গিয়ে গ্রাফ যেন আর নামতেই চাইত না। কিন্তু মনের জোর আর অদম্য জেদ তাঁকে থামতে দেয়নি। 'লিফট করা দে', 'কভি তো নজর মিলাও' বা 'তেরা চেহারা'-র মতো সুপারহিট গানের স্রষ্টা আদনান আজ বহু মানুষের কাছেই অনুপ্রেরণা। ১২০ কেজি ওজন কমিয়ে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসাটা আদতে তাঁর হার না মানা মানসিকতারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১০ সেকেন্ডে কমবে হেঁচকি গ্লাসের পর গ্লাস জল না খেলেও হবে

জিভের নিচে রাখুন এই জিনিস হেঁচকি শুরু হলে যেন থামতেই চায় না! পরপর কয়েকটা হেঁচকি ওঠার পর গলার ভেতরটা কেমন একটা করে ওঠে। পাশে থাকা মানুষটি তৎক্ষণাৎ বলেন, ''জল খেয়ে নাও।'' কিন্তু অনেক সময় গ্লাসের পর গ্লাস জল খেয়ে ফেললেও লাভ বিশেষ কিছু হয় না। আপনি কি জানেন, এই বিরক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার খুব সহজ একটি বৈজ্ঞানিক পথ রয়েছে? কোনও ওষুধ ছাড়াই, কেবল জিভের নিচে একটি সাধারণ জিনিস রাখলেই মাত্র ১০ সেকেন্ডে ম্যাজিকের মতো বন্ধ হয়ে যেতে পারে হেঁচকি! হঠাৎ কেন ওঠে এই হেঁচকি? আমাদের বুকের নিচে 'ডায়াফ্রাম' নামের একটি পেশি থাকে। এটি যখন হঠাৎ করে সংকুচিত হয়ে যায়, তখনই ফুসফুসে দ্রুত বাতাস ঢুকে ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়ে 'হেঁচ' শব্দ তৈরি করে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, এই পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে 'ভেগাস নার্ভ'। এটি আমাদের মস্তিষ্ক থেকে পেট পর্যন্ত ছড়ানো এক বিশেষ স্নায়ু।

তাহলে উপায় কী? গবেষকদের মতে, এই ভেগাস নার্ভকে একটু চমকে বা 'স্টিমুলেট' করে দিতে পারলেই হেঁচকি নিমেষে থেমে যায়। এর জন্য আপনাকে শুধু এক চিমটি চিনি বা একটু মিছরির টুকরো জিভের নিচে রাখতে হবে। জিভের নিচে মিষ্টি কিছু রাখলে মুখের ভেতরের মিষ্টি স্বাদের অনুভূতি সরাসরি ভেগাস নার্ভে একধরনের সিগন্যাল পাঠায়। এতে মস্তিষ্ক হেঁচকির কথা ভুলে গিয়ে নতুন মিষ্টি স্বাদের সংকেত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ডাইভারশন বা রিফ্লেক্স রিসেট।

এটি কেবল কথার কথা নয়, এর পেছনে রয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রমাণও। ১৯৭১ সালে ডঃ এডগার এঙ্গেলম্যান প্রথম এই বিষয়ে একটি গবেষণা চালান, যা বিখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী 'দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' -এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কেবল এক চামচ চিনি বা জিভের নিচে মিষ্টি জাতীয় কিছু রাখলেই ভেগাস নার্ভের কার্যকারিতা বদলে যায়। ফলে ডায়াফ্রামের খিঁচুনি নিমেষে শান্ত হয়ে যায়।

পরের বার জল খেয়ে কাজ না হলে সোজা রান্নাঘরে যান। গবেষণার থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সামান্য চিনি জিভের নিচে রেখে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড শান্ত হয়ে বসে থাকুন। জল না গিলে চিনিটা আস্তে আস্তে মুখে গলতে দিন। দেখবেন, কোনও ঝামেলা ছাড়াই আপনার হেঁচকি গায়েব হয়ে গিয়েছে।

বর্ষাকাল মানেই গাঁটে গাঁটে ব্যাথা

বর্ষাকাল অনেকেরই বেশ পছন্দের! জানলা দিয়ে বৃষ্টির শব্দ আর গরম চায়ের আড্ডা। কিন্তু বৃষ্টি নামলেই কি আপনার হাঁটু বা কোমরে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়? বর্ষার দিনে জানলার পাশে বসে এক কাপ চা আর বৃষ্টির মজা তখন যন্ত্রণার চোটে একেবারে উধাও হয়ে যায়। অনেকেই ভাবেন, এটা হয়তো বয়সের দোষ বা শুধুই মনের ভুল। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন অন্য কথা। মেঘলা আবহাওয়া আর আমাদের শরীরের গাঁটের ব্যথার মধ্যে সত্যি সত্যিই একটা গভীর যোগসূত্র আছে। আর এর পেছনে রয়েছে নিখাদ বিজ্ঞান!

যাঁদের আগে থেকেই অস্টিওআর্থাইটিস, বাতের সমস্যা বা পুরনো চোট রয়েছে, তাঁদের কষ্ট এই সময়ে বেশ কয়েক গুণ

বেড়ে যায়। জেনে নিন কেন এমনটা হয়:

বৃষ্টির দিনে পরিবেশে বায়ুর চাপ অনেকটাই কমে যায়। এর ফলে আমাদের শরীরের ভেতরের কোষ বা টিস্যুগুলো কিছুটা ফুলে ওঠে। আর ঠিক তখনই গাঁটের আশপাশে থাকা সংবেদনশীল নার্ভগুলোতে বাড়তি চাপ পড়ে এবং ব্যথা শুরু হয়। বর্ষায় বাতাসে আর্দতা বা জলীয় বাষ্প খুব বেশি থাকে। এই কারণে শরীরের পেশি ও লিগামেন্ট একটু শক্ত হয়ে যায়। ফলে জয়েন্টের স্বাভাবিক গতিবিধি কমে যায় এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর হাত-পায়ে একটা আড়ষ্ট ভাব কাজ করে। বৃষ্টির চোটে বাইরে হাঁটাচলা বা শরীরচর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সারা দিন ঘরে একটানা বসে থাকলে হাড়ের জয়েন্টের স্বাভাবিক সচলতা কমে যায়। পেশি দুর্বল হতে শুরু করে।

দিনের পর দিন মেঘলা আকাশে রোদ থাকে না বললেই চলে। ফলে শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দেখা দেয়। আর ভিটামিন ডি কম থাকলে হাড় ভেতর থেকে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। কীভাবে মিলবে রেহাই? হালকা ব্যায়াম: জিমে বা মাঠে যেতে না পারলেও প্রতিদিন নিয়ম করে ঘরের ভেতরেই অন্তত আধ ঘণ্টা হালকা ব্যায়াম করুন। সচল থাকুন: দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করবেন না। মাঝে মাঝেই একটু উঠে দাঁড়ান, হাঁটাহাঁটি করুন।

সঠিক খাবার: প্রতিদিনের ডায়েটে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি আছে এমন খাবার বেশি করে রাখুন।

গরম জলের ব্যবহার: জয়েন্টগুলো ঠান্ডা হাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। হালকা গরম জলে স্নান করতে পারেন বা ব্যথার জায়গায় সেঁক দিতে পারেন। এতে পেশি দারুণ আরাম পাবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যথার সঙ্গে যদি জয়েন্ট ফুলে যায় বা জ্বর আসে, তবে তা কখনও সাধারণ ভেবে এড়িয়ে যাবেন না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন। সামান্য নিয়ম মেনে চললে এই বর্ষাও আপনার কাছে হয়ে উঠবে আনন্দের!

ভিটামিনের ঘাটতিতে ঘুম কম হয়

বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন ও খনিজের ঘাটতি হলে ঘুম নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন ও নিউরোট্রান্সমিটার সঠিকভাবে কাজ করে না। এজন্য অনিদ্রা, ঘন ঘন ঘুম ভাঙা, কিংবা ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন ভিটামিন কিভাবে ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলে। শুধু হাড় নয়, ভিটামিন ডি ঘুম-জাগরণ চক্র (সার্কাডিয়ান রিদম) ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এর অভাবে ঘুম কম হয়, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, দিনে ঘুম পায় বেশি। এমনকি ঘুমে শ্বাসকষ্ট বা স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। তাই প্রতিদিন ১৫-২০ মিনিট রোদে থাকুন, ডিম, মাছ (স্যামন), ফোর্টিফাইড দুধ খান। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে সাপ্লিমেন্ট নিন। ভিটামিন বি (বি-৬, বি-১২ ও ফোলেট/বি-৯) এই ভিটামিনগুলো ঘুমের হরমোন মেলাটোনিন তৈরিতে সাহায্য করে। এর অভাবে ঘুম কম হয়, রাতে স্বপ্ন বেশি হয়, আর দিনে ঝিমুনি আসে। তাই প্রতিদিন ডাল, শাকসবজি, ডিম, মাছ ও গোটা শস্য খান। নিরামিষাশীদের ক্ষেত্রে বি-১২ সাপ্লিমেন্ট প্রয়োজন হতে পারে। ভিটামিন সি ভিটামিন সি শুধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না, স্ট্রেস কমিয়ে ঘুমের মানও উন্নত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত ভিটামিন সি খান, তাদের ঘুমের সমস্যা তুলনামূলক কম হয়। কমলালেবু ছাড়াও মরিচ, স্ট্রবেরি, কিউই ও ব্রকলি ভালো উৎস। ভিটামিন ই ভিটামিন ই মস্তিষ্কের কোষ রক্ষা করে এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে। এর ঘাটতি থাকলে স্লিপ অ্যাপনিয়ার সমস্যা বাড়তে পারে। বাদাম, বীজ ও জলপাই তেল ভিটামিন ই-এর ভালো উৎস। ম্যাগনেসিয়াম যদিও এটি ভিটামিন নয়, তবে ঘুমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ। এটি মস্তিষ্ককে শান্ত করে এবং নার্ভ সিস্টেমকে রিল্যাক্স করে। এর অভাবে অনিদ্রা, উদ্বেগ ও রাতে পেশির খিঁচুনি হতে পারে। পালং শাক, কুমড়ার বীজ, ডার্ক চকলেট ও গোটা শস্য ম্যাগনেসিয়ামের ভালো উৎস। সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

শেষ বরণ

দেবব্রত মাজী

ভোর হতেই সাজিয়ে বিদায়ের সাজ,
শেষ বরণে রিক্ত সবার কারুকাজ।
মুছে যাক ছিল যত বিষাদ ও ভরণ,
পুষ্পে পুষ্পে বিশ্বকবি দেহ আভরণ।
মেঘের ছিল যত আজই আনাগোনা,
ইচ্ছে নেই কারোর আর মালা বোনা।
পথের ধুলোয় ঝরে পড়ে আছে ফুল,
ভেঙে পড়েছে দু'পারের স্মৃতির কুল।
সবুজের সাথে সাঙ্গ তার শেষ খেলা,
ঝরা পাতার গান গেয়ে বিদায় বেলা।
স্মৃতির পাতায় সবাই যেমন ইতি হয়,
আকাশে মেঘ জমে আজ থমকে রয়।
মাটির ধরিত্রী বুকে পরে মেঘের ছায়া,
রয়ে গেল সকলের মাঝে মায়ার মায়া।
চোখের কোণেতে জমেছে জল আজ,
রেখে চলে গেলো জীবনের সব কাজ।
প্রদীপটা আজ নিভে যাওয়ার আগে,
ছড়িয়ে আলো তার যে রাগ-অনুরাগে।
দেবেই যেন পারি আজ অচেনা রাতে,
যা কিছু সম্বল সব হারিয়ে শূন্য হাতে।
জমা ধুলো ঝরে যেন শান্ত হলো মন,
এলো অন্তিম সময়ের সেই শেষ বরণ।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে এবং প্রবীণ বাম নেতা নারায়ণ করসহ অন্যান্য নেতৃত্ব বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বসহ বিভিন্ন ইস্যুতে স্লোগান দিতে দিতে তারা এগিয়ে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আগে থেকেই ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। আন্দোলনকারীদের আটকাতে পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। তবে বাম কর্মী-সমর্থকদের বিশাল জমায়েত ব্যারিকেডের সামনে পৌঁছালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সামনে এগিয়ে যান।

পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তির পরিস্থিতিও তৈরি হয় বলে জানা যায়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পোস্ট অফিস চৌমহনি সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।এদিকে, আন্দোলনকে ঘিরে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়।

অন্যদিকে, ১১ দফা দাবিতে বিলোনিয়ায় জেল ভরো আন্দোলনে সামিল হলেন বাম নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। সিআইটিইউ, জিএমপি, সারা ভারত কৃষক সভা এবং ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের যৌথ আহ্বানে সোমবার বিলোনিয়ায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।এদিন দুপুরে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির কার্যালয়ের সামনে থেকে আন্দোলনকারীদের মিছিল শুরু হয়। মিছিল কিছুটা এগোতেই পুলিশ প্রশাসন প্রথমবার মিছিলের পথ আটকে দেয়। তবে পুলিশের ব্যারিকেড উপেক্ষা করে তা ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে যান সিপিআইএম নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।এরপর মিছিল আরও কিছুটা এগোতেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ফের মিছিলের পথ রুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ আন্দোলনকারীদের আটক করে এবং বিলোনিয়া জেবি স্কুলের মাঠে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ আটক করে রাখে। পরবর্তীতে বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর আটক আন্দোলনকারীদের মুক্তি দেওয়া হয়।

কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাম নেতৃত্বরা শ্রম আইন বাতিলের প্রতিবাদ জানান। পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদান, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বিদ্যুতের বর্ধিত মাসুল প্রত্যাহার এবং স্মার্ট মিটার বাতিল-সহ মোট ১১ দফা দাবি তুলে ধরেন তাঁরা।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা ক্ষেতমজদুর নেতা দীপঙ্কর সেন, সারা ভারত কৃষক সভার নেতা বাসুদেব মজুমদার, বাবুল দেবনাথ, তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস, সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, কৃষক সভার নেতা নির্মল ভৌমিক-সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব।অপরদিকে, বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুল বৃদ্ধি, পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, বেকারদের কর্মসংস্থান, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম কোড বাতিলসহ একাধিক দাবিতে সোমবার বিশালগড়ে বামপন্থী গণসংগঠনগুলির আহ্বানে 'জেল ভরো' আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বাম নেতা-কর্মীদের ধস্তাধস্তির পর কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সোমবার দুপুরে বিশালগড় অফিসটিলায় সিপিআইএম পার্টি অফিসের সামনে থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। আন্দোলনকারীরা বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি এবং দেশে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান। এর পাশাপাশি গৃহহীন পরিবারগুলিকে ঘর ও ভাতা প্রদান এবং জবকার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করা, কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা দূর করা এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দাবিও তোলা হয়।

আন্দোলনকারীদের আরও দাবি, শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী শ্রম কোড বাতিল করতে হবে। বিভিন্ন জনস্বার্থের দাবি সামনে রেখে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 'জেল ভরো' কর্মসূচিতে অংশ নেন বামপন্থী নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।কর্মসূচিকে ঘিরে বিশালগড়ে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়। আন্দোলনকারীরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কয়েকজন বাম নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে।

এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থ প্রতিম মজুমদার বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি আন্দোলনের বিভিন্ন দাবি এবং কর্মসূচির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান।বাম নেতৃত্বের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ ক্রমশ বাড়ছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান, কৃষকের ন্যায্য মূল্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।এদিকে, 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১১ দফা দাবিতে সোমবার উদয়পুর মহকুমায় জেল ভরো আন্দোলন সংগঠিত করল চার বাম গণসংগঠন। সিআইটিইউ, এআইকেএস, টিকেএমএস এবং জিএমপির ডাকে সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উদয়পুরেও বিক্ষোভ মিছিল ও জেল ভরো কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।সোমবার সকালে উদয়পুরের জামতলা এলাকা থেকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি সেন্ট্রাল রোড ও নিউ টাউন রোড পরিক্রমা করে পুনরায় জামতলা ডাকঘরের সামনে এসে জমায়েত হয়। মিছিলে শত শত আন্দোলনকারী অংশ নেন। বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা এলাকায় মিছিল করেন।মিছিল চলাকালীন পুলিশের পক্ষ থেকে স্থাপিত দুটি ব্যারিকেড ভেঙে দেওয়াকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাঁদের উদয়পুর পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আন্দোলনকারীদের জন্য অস্থায়ী জেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।কর্মসূচির আগে কৃষক সভার সম্পাদক নিখিল দাশ বক্তব্য রাখেন। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং দাবি নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।অন্যদিকে, কৃষক সভার জেলা সম্পাদকপ্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, শত শত মানুষ কর্মসূচিতে অংশ নিলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাত্র দুটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে আন্দোলনকারীদের সমস্যায় পড়তে হয়। প্রয়োজনে আন্দোলনকারীরা হেঁটেই ধ্বজনগর পুলিশ লাইনে পৌঁছাবেন এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানান তিনি। আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।বাম সংগঠনগুলির উত্থাপিত ১১ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বছরে ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা এবং দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরি প্রদান, টুয়েপের কাজের ব্যবস্থা করা, কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল কমানো এবং স্মার্ট মিটার বাতিল করা। এছাড়াও জাতীয় সড়কসহ বিভিন্ন রাস্তার দ্রুত সংস্কার এবং এডিসির হাতে আরও ক্ষমতা প্রদানের দাবিও জানানো হয়। জেল ভরো কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশি নজরদারির মধ্যেই উদয়পুরে দিনের কর্মসূচি সম্পন্ন হয় বলে জানা গেছে।

জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

চলছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে আজকের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সরকারকে সতর্ক করা প্রয়োজন। জনগণের সমস্যা সমাধানে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিও জানান তিনি।

এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, রাজ্যের শাসকরা যখন স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন, তখনই নাগরিকরা আইন অমান্য আন্দোলনের পথে নামেন। এই আগস্ট মাস সংগ্রাম ও ক্রান্তির মাস। তিনি জানান, আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের আরও প্রায় ২০টি স্থানে বামেদের উদ্যোগে জেল ভরো আন্দোলন চলছে। জনগণের বিভিন্ন দাবি ও অধিকার রক্ষার প্রশ্নে এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি।

আন্দোলন

● প্রথম পাতার পর

তদন্তে বড় পদক্ষেপ করেছে রাজ্য পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট। সোমবার ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতেকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি।

সম্পর্কে জোর

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে একসঙ্গে কাজ করার ভারতের আগ্রহের কথা জানান।"হাইকমিশনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, দুই নেতা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং জনকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রায় আধ ঘণ্টার এই বৈঠক দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।এর একদিন আগে, রবিবার ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তারিক রহমানকে 'জনগণের মানুষ' হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন, দুই নেতা বৈঠকে বসলে দুই দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথ খুলে যেতে পারে।

ঢাকায় ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে (আইভিএসি) 'চিলড্রেন প্লেয়িং এরিয়া' উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমি তাঁর (প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানের) অনেক বক্তব্য শুনেছি। তিনি জনগণের মানুষ। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও (নরেন্দ্র মোদি) জনগণের মানুষ। আমার মনে হয়, দুই নেতা যখন বৈঠকে বসেন, তখন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী।"

দুই দেশের মানুষের মধ্যে ঐক্য রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ত্রিবেদী। তাঁর কথায়, "আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। নেতিবাচক কিছু নেই। পরিস্থিতি ইতিবাচক রয়েছে।"এদিকে গত সপ্তাহে ভারত জানিয়েছিল, চলতি বিমসটেকের চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানকে আগামী সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য ১৮তম ব্রিকস শীর্ষসম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।বঙ্গোপসাগরীয় বহুখাতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ বা বিমসটেকের সদস্য সাতটি দেশ হল বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার এবং থাইল্যান্ড। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশবাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডকে যুক্ত করে এই জোট দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ তৈরি করেছে।নয়াদিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকের দ্বি-সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারত সফরের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি আরও জানান, একইভাবে অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনের প্রধানদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জেল

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া মূল কারাদণ্ডের মেয়াদ একইসঙ্গে চলবে। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর গোপন সূত্রে পাওয়া নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কাকড়াবন থানার পুলিশ হাদরা গোলমুড়া এলাকায় শহিদ মিঞার বাড়িতে অভিযান চালায়। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৪৩৪টি শিশিতে থাকা প্রায় ৮ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। স্বাধীন সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ওই মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়।অভিযানের সময় বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন শহিদ মিঞার স্ত্রী ফারদিন বিবি। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অবৈধভাবে হেরোইন বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ।মামলাটির তদন্ত শেষে কাকড়াবন থানার তৎকালীন সাব-ইন্সপেক্টর আশিত চন্দ্র দাস তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। পরবর্তীতে মামলাটি উদয়পুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতে বিচারাধীন ছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথিপত্র পর্যালোচনার পর আদালত অভিযুক্ত দুইজনকে দোষী সাব্যস্ত করে উপরোক্ত সাজা ঘোষণা করে।

PNIT NO: e-PT-XVII/EE/RDD/ABS-DIV/JNR/2026-27, DATED-07/08/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 14-08-2026 for 04 (Four) nos. Internal Electrification work under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9862637901 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth.

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA/C-1526/26

PNIT NO: - 25/EE/RD/SNMD/2026-27, Dt. 07/08/2026

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 13/08/2026 for 1 (one) no(s). Construction work amounting to Rs 23,04,158.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Sonamura
(Dhanpur) Division
M: 8974406541

ICA/C-1532/26

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI, TRIPURA (WEST)
Notice Inviting Tender No-23(2026-27)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of the Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment (Internal Electrification Work) registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD/ Railway Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling Last Date of Receivin (Upto 3.00 PM)
1	Providing permanent electrical installation in the newly renovated Ward office and Library room of Ward No-18 at Chatra Sangha under Agartala Municipal corporation.	Rs. 1,98,470.00 Rs. 3,969.00	10(Ten) Days	14/08/2026 17/08/2026

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 9.30 A.M. to 6.00 P.M. up to 14-08-2026.

(Er. Joydeb Chakraborty)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

P'NIET No.:86/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated: 07/08/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/item rate e-tender in single bid tendering system from reputed resourceful Manufacturer / authorized dealers or authorized service provider of OTIS/THYSSENKRUPP/KONE/JOHNSON Lift Pvt. Ltd/SCHINDLER/MISTUBISHI/Reputed and leading manufacturers complying the Special Terms & Condition attached with the tender documents strictly and have a good infrastructure at Agartala as well as having experience in similar nature of work(in Govt./Govt. Undertaking building) for the following work through e-procurement portal.

DNIT No :	60/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Estimated Cost :	Rs.23,12,144.00
Time of Completion :	270 Days
Bid Fee :	Rs.1,000.00
Earnest Money :	Rs.46,243.00
Last date and time of submission of Bid :	18/08/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division Tripura

ICA/C-1519/26

নামবে কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

সমালোচনা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস।

দলের অভিযোগ, নিম্নমানের পরিষেবা, অস্বাভাবিক বিল এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায়ের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কার্যকর ও স্বচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অঘোষিত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে পানীয় জল সরবরাহ, হাসপাতাল, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সাধারণ জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ট্রান্সফরমারের ঘাটতি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন লাইনে ত্রুটি কিংবা ভূগর্ভস্থ কেবলের সমস্যাকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ হিসেবে দেখানো হলেও প্রকৃত সমস্যা হিসেবে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব, প্রকৌশলীর ঘাটতি এবং পরিকল্পনাহীনতাকে দায়ী করেছে কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, একসময় ত্রিপুরা উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে অন্য রাজ্যেও বিদ্যুৎ বিক্রি করতে সক্ষম ছিল এবং বিদ্যুৎ নিগমের প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত ছিল। বর্তমানে সেই নিগম প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা ঋণের বোঝায় জর্জরিত এবং ঠিকাদারদের শত শত কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ। গত সাড়ে আট বছরে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা যুক্ত না হওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরে রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ নীতির সমালোচনা করা হয়েছে।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবিলম্বে স্মার্ট মিটার বাতিল করে ইতিমধ্যে বসানো মিটার তুলে নেওয়া এবং প্রিপেইড বিলিং ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বিলিং ব্যবস্থা চালুর পাশাপাশি বিদ্যুৎ নিগমের বিলিং ও কালেকশনসহ বিভিন্ন নন-টেকনিক্যাল কাজে যুক্ত কর্মীদের কর্মসংস্থান সুরক্ষিত রাখার দাবি করা হয়। প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ, যোগ্য প্রকৌশলীসহ সমস্ত শূন্যপদ পূরণ এবং ২০১৮ সালের পর থেকে আরোপিত অযৌক্তিক চার্জ বাতিলেরও দাবি জানানো হয়েছে।

গত সাড়ে আট বছরে বাড়ানো বিদ্যুৎ মাসুল প্রত্যাহার করতে হবে অথবা গরিব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে ভর্তুকির মাধ্যমে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা থেকে রক্ষা করতে হবে বলে দাবি করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। অন্যথায় রাজ্যবাসীকে সঙ্গে নিয়ে গণপ্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ই২০ পেট্রোল নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্যের সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, ইথানল মেশানো না হলে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের কারণে পেট্রোলের দাম আরও বাড়ত বলে কেন্দ্র যে যুক্তি দিচ্ছে, তা দিয়ে সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি আড়াল করা যায় না। একইসঙ্গে ই২০ ব্যবহারের কারণে গাড়ি ও বাইকের মাইলেজ কমে যাওয়ার দায়ও কার্যত ব্যবহারকারীদের উপর চাপানো হচ্ছে বলে অভিযোগ।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ২৪ ডলার কমার সময়ও দেশে পেট্রোলের দাম কমানো হয়নি। গত তিন বছরে ই২০ ব্যবহারের ফলে কম মাইলেজের কারণে পেট্রোল ব্যবহারকারীদের আনুমানিক ৮৮,২৩৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে বলে দাবি করেছে দলটি। সরকারি তথ্যের উল্লেখ করে কংগ্রেসের দাবি, ইথানল পেট্রোলের তুলনায় কম শক্তি উৎপন্ন করে এবং ই২০ ব্যবহারে গড়ে প্রায় ৫ শতাংশ মাইলেজ কমে। শুধু গত অর্থবর্ষেই এর ফলে সাধারণ মানুষের প্রায় ৩৭,৮৪৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আমেরিকায় ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল ব্যবহারের উদাহরণ দেখিয়ে ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিকে আড়াল করা যায় না বলেও মন্তব্য করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের দাবি, সেখানে ইথানল ব্যবহারে সরকারি ভর্তুকি এবং ই২০-উপযোগী যানবাহনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের পকেটের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে স্মার্ট মিটার-প্রিপেইড বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং ই২০-এর মতো নীতিকে জনস্বার্থবিরোধী আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস।

বিক্ষোভ অভিভাবকদের

● প্রথম পাতার পর

সোমবার বিদ্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা।

অভিভাবকদের অভিযোগ, গত শনিবার বিদ্যালয়ে পাঠরত সাতজন ছাত্রকে মারধর করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কৃষ্ণা মজুমদার এবং ক্লার্ক কৃষ্ণ লোধ। তাঁদের দাবি, ক্লার্ক কৃষ্ণ লোধ ছাত্রদের লাথি মারেন। এতে কয়েকজন ছাত্রের বুকে ও পেটে আঘাত লাগে। ঘটনার পর আহত ছাত্রদের জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয় বলে জানা গেছে।

অভিভাবকদের বক্তব্য, ছাত্ররা কোনও ধরনের অপরাধ করে থাকলে বিষয়টি তাঁদের জানানো উচিত ছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের একজন ক্লার্ক কীভাবে ছাত্রদের লাথি মেরে শাস্তি দিতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

অভিভাবকদের আরও অভিযোগ, বিষয়টি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক তপন চক্রবর্তীর কাছে জানানো হলে তিনি নাকি জানান, কোনও ছাত্র এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে তাকে টিসি দিয়ে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হবে। যদিও এই বক্তব্যের স্বাধীন সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে সাতজন ছাত্র আক্রান্ত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, শিক্ষিকা কৃষ্ণা মজুমদার ও ক্লার্ক কৃষ্ণ লোধের পক্ষ নিয়ে শাসকদলের কয়েকজন কর্মী বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন।

ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে নিউজ তৎকালের জোলাইবাড়ি প্রতিনিধি বীরবাহাদুর ত্রিপুরার বিরুদ্ধেও নয়, বরং তাঁর পক্ষ থেকে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সংবাদ সংগ্রহের সময় বিজেপির দক্ষিণ জেলা আইটি সেলের ইনচার্জ সানাই বৈদ্য, মণ্ডলের আইটি ইনচার্জ নয়ন গোপ এবং এসএমসি কমিটির সহ-সম্পাদক সত্য দেবনাথ তাঁর কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন।

এছাড়াও দক্ষিণ জেলা পরিষদের সদস্য শম্ভু মানিক এবং স্থানীয় প্রধান বিদ্যুৎ দত্ত তাঁকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন সাংবাদিক বীরবাহাদুর ত্রিপুরা। অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য জানা যায়নি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকদের একাংশ। তাঁদের দাবি, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

অভিভাবকরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন। তাঁদের আশঙ্কা, বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণের অভিযোগের যথাযথ তদন্ত ও প্রতিকার না হলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যালয়ে যাওয়া নিয়ে ভয় ও অনীহা তৈরি হতে পারে, যা তাঁদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

হয় বলে অভিযোগ। সিআইডি জানিয়েছে, এই মামলায় আগে গ্রেফতার হওয়া টিডিপিএল-এর মার্কেটিং ম্যানেজার অভয় তিওয়ারি জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেন, চুক্তি পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে খিয়াংতে সংস্থার কাছ থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন। মোট চুক্তিমূল্যের ২০ শতাংশ কমিশন হিসেবেও তিনি অর্থ পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন তিওয়ারি। গ্রেফতারের আগে সিআইডি চার দফায় ৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে খিয়াংতেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তদন্তে আরও জানা যায়, তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক টিডিপিএল-কে চুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন।

তদন্তকারীদের মতে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের টিডিপিএল-এর অতীত রেকর্ডের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, ২০ মে ২০২৫ জেএসএসসি টিডিপিএল-কে কালো তালিকাভুক্ত ও তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও খোলা টেন্ডারের পরিবর্তে মনোনয়নের ভিত্তিতে সংস্থাটিকে চুক্তি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় খিয়াংতে দাবি করেন, চুক্তি দেওয়ার সময় কমিশন টিডিপিএল-এর কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানত না। তিনি ঘটনাটিকে প্রশাসনিক ত্রুটি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তবে সিআইডি তাঁর ভূমিকা নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখে।

এর আগে কাঙ্কে রোড-এ খিয়াংতের সরকারি বাসভবন এবং জেপিএসসি দফতরে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করে তদন্তকারী সংস্থা।

খিয়াংতের গ্রেফতারের পর এই মামলায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৯। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জেপিএসসি-এর ডেপুটি কন্টোলার অফ এগজামিনেশনস শ্বেতা কুমারী গুপ্তা, টিডিপিএল-এর ডিরেক্টর রামবীর সিং, অভয় তিওয়ারি এবং জেপিএসসি-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কম্পিউটার অপারেটর-সহ অন্যরা।

এছাড়া সিআইডি রাঁচি ও লখনউয়ে টিডিপিএল-এর দফতর সিল করে দিয়েছে। পরীক্ষায় অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত আরও সরকারি আধিকারিক ও ব্যক্তির সন্ধান এবং এই কেলেঙ্কারির নেপথ্যে থাকা কথিত সমান্তরাল চক্রের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে সংস্থাটি।

অর্গানিক মধু

● প্রথম পাতার পর

নেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং আপেডার সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, গ্রিস ও ফিলিপিন্সসহ বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক ক্রেতারা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, দেশের কৃষকরাই অন্নদাতা। কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন স্তরে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এই মঞ্চেও একজন কৃষককে মঞ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, এর আগে ত্রিপুরা থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অর্গানিক মধু পাঠানো হলেও বিদেশে রপ্তানি করা হয়নি। এই প্রথমবার একটি এফ পি ও -এর মাধ্যমে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর এবং উদ্যানপালন দপ্তরের সহযোগিতায় আরব আমিরশাহিতে অর্গানিক মধু রপ্তানি করা হচ্ছে।

মন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে মাত্র প্রায় ২,০০০ হেক্টর জমিতে অর্গানিক কৃষি চাষ হতো। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৬,০০০ হেক্টরে। পাশাপাশি প্রায় ৪৭,০০০ কৃষক অর্গানিক কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

ত্রিপুরার অর্গানিক কৃষিপণ্যের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমশ বাড়ছে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন বিশেষ করে রাজ্যের কুইন আনারস দেশ ও বিদেশে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছে। এর পাশাপাশি সবরি কলা, সুগন্ধি লেবু, কাঁঠাল, হলুদ ও আদার মতো পণ্যও আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিতি পাচ্ছে।

রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরা এখন প্রকৃত ও সার্টিফায়েড অর্গানিক পণ্য উৎপাদন করছে। এই কাজে আপেডা এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে।

তিনি আরও বলেন আমাদের রাজ্যের জিএসডিপি -র প্রায় ৪৮ শতাংশ কৃষি থেকে আসে। কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। আজকের অনুষ্ঠানের পর ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে কারিগরি আলোচনা হয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু ক্রেতা আমাদের পণ্য কিনতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

সামুদ্রিক সহযোগিতা জোরদারে ৪ দিনের মরিশাস সফরে নৌপ্রধান কৃষ্ণ স্বামীনাথন

পোর্ট লুই/নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (আইএএনএস): ভারত ও মরিশাসের মধ্যে সামুদ্রিক সহযোগিতা এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সোমবার থেকে চার দিনের মরিশাস সফর শুরু করেছেন ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন। আগামী ১৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার তাঁর এই সফর শেষ হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার মরিশাসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সামুদ্রিক সহযোগিতা আরও জোরদার এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গভীর করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই নৌপ্রধানের এই সফর।

সফরকালে অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন মরিশাস সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। বৈঠকে সামুদ্রিক নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামরিক সহযোগিতার মতো পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ধরনের উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগের মাধ্যমে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ভারত-মরিশাস সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা, দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে অপারেশনাল পর্যায়ের যোগাযোগ বাড়ানো এবং দীর্ঘদিনের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও সুদৃঢ় করাই লক্ষ্য।

ভারত ও মরিশাসের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সামুদ্রিক অংশীদারিত্ব রয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনী নিয়মিতভাবে মরিশাসের ন্যাশনাল কোস্ট গার্ডের সঙ্গে প্রশিক্ষণ বিনিময়, যৌথ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (ইইজেড) নজরদারি, বন্দর সফর এবং হাইড্রোগ্রাফিক সমীক্ষার মতো বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেয়।এছাড়াও দুই দেশ বিভিন্ন বহুপাক্ষিক মঞ্চ এবং সহযোগিতামূলক উদ্যোগে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে। মরিশাস নিয়মিতভাবে ভারতীয় নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম, মিলান, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ, গোয়া মেরিটাইম কনক্লেভ, আইওএস সাগর এবং 'এক্সারসাইজ আইকেমে'-তে অংশ নেয়। এর মাধ্যমে দুই দেশের অভিন্ন 'মহাসাগর'দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, নৌপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথনের মরিশাস সফর ভারত-মরিশাস বন্ধুত্বকে ভারত যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়, তা তুলে ধরছে। পারস্পরিক সম্মান, আস্থা এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও স্থিতিশীলতার প্রতি অভিন্ন অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।এর আগে আইএএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মরিশাসের বিদেশমন্ত্রী ধনঞ্জয় রামফুল 'সাগর' এবং 'মহাসাগর' উদ্যোগকে 'যুগান্তকারী উদ্যোগ' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

দুই দেশের সম্পর্ক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব ও ভূমিকারও প্রশংসা করেছিলেন তিনি।রামফুল বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির আমলে ভারতের কূটনৈতিক নীতিতে মরিশাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ধরে রেখেছে। তিনি ২০১৫ এবং ২০২৫ সালে দু'বার মরিশাস সফর করেছেন। দুই সফরেই তিনি 'সাগর' এবং 'মহাসাগর'এই দুই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন।

ত্রিপুরায় ছয় মাসে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৭৭ জন পর্যটকের আগমন, তাঁদের মধ্যে বিদেশী ৯ হাজার ৪২৪ জন

নয়াদিল্লি, ১০ আগষ্ট : চলতি ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৭৭ জন পর্যটক ঘুরতে এসেছেন। এদের মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৫৩ জন এসেছেন দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবং ৯ হাজার ৪২৪ জন এসেছেন বিদেশী পর্যটক। আজ লোকসভায় একটি প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই তথ্য জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রক ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ভারতের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ও সেখানকার উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যসমূহ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে প্রচার করে থাকে, যার মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রচার কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রচারমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন, মেলা ও উৎসবের আয়োজনে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করা, প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার।

পর্যটন মন্ত্রক ২০১৩ সাল থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে "ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম মার্ট" (আইটিএম) আয়োজন করে আসছে। এই আইটিএম হলো একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান, যার লক্ষ্য হলো দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটনের সম্ভাবনাগুলিকে তুলে ধরা। এই অনুষ্ঠানটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে, যেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্য- আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিম এর পর্যটন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা একত্রিত হয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে ক্রেতা, বিক্রেতা, গণমাধ্যম, সরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ আইটিএম অনুষ্ঠানটি গতবছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ১৩ থেকে ১৬ নভেম্বর সিকিমের গ্যাংটকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

উত্তর পূর্বের পর্যটনের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলি হল :

(১) ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (আইআইডিপি): ওয়েব ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পর্যটকদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পর্যটন মন্ত্রক ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে "ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া" ওয়েবসাইটটিকে আইআইডিপি হিসেবে নতুনভাবে সাজিয়েছে। এই ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু হিন্দি, ইংরেজি এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন ভাষায় উপলব্ধ রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে এই ওয়েবসাইটে ওই অঞ্চলের পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

(২) পর্যটন মন্ত্রক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ও পণ্য সম্পর্কে প্রচার করে যাচ্ছে। মন্ত্রকের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলোতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটন কেন্দ্রগুলো নিয়ে নিয়মিতভাবে সৃজনশীল পোস্ট, লাইভ সেশন, টুইট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি, পর্যটন মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর পর্যটন কেন্দ্র ও পণ্যসমূহকে তুলে ধরার জন্য প্রচারমূলক উপকরণও প্রস্তুত করে থাকে।

(৩) মেলা ও উৎসব আয়োজনে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা (সিএফএ): পর্যটন মন্ত্রক ডিপিপিএইচ প্রকল্পের আওতায় মেলা, উৎসব এবং পর্যটন-সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। মেলা ও উৎসব আয়োজনের জন্য গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ত্রিপুরার জন্য মোট ৮০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে নীরমহল ফেস্টিভল ও দেওয়ালী ফেস্টিভলের জন্য এবং বাকি ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে ছবিমুড়া তথা তীর্থমুখ ফেস্টিভেলের জন্য।

(৪) পর্যটন মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটন-সম্পর্কিত পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'স্বদেশ দর্শন', 'ন্যাশনাল মিশন অন পিলগ্রিমেজ রিজুভেনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ অগমেন্টেশন ড্রাইভ (প্রসাদ)', 'অ্যাসিস্ট্যান্স টু সেন্ট্রাল এজেন্সিস ফর ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট', 'স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট (এসএএসসিআই স্কিম)' এবং 'চ্যালেঞ্জ বেসড ডেস্টিনেশন ডেভেলপমেন্ট (সিবিডিডি)'-এর মতো প্রকল্পগুলির আওতায় রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। পর্যটন মন্ত্রক এখন 'স্বদেশ দর্শন' প্রকল্পটিকে 'স্বদেশ দর্শন ২.০ (এসডি ২.০)'-এ রূপান্তরিত করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো গন্তব্য ও পর্যটন-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে সুস্থায়ী ও দায়িত্বশীল পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা।

পর্যটন মন্ত্রক 'জল শক্তি মন্ত্রক'-এর 'পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগ'-এর সাথে সমন্বয় করে 'স্বচ্ছতা অ্যাকশন প্ল্যান (এসএপি)' বাস্তবায়ন করে চলেছে। এসএপি-এর আওতায় মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি সহ বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্নতা-বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। ২০২৫-২৬ সালে, (ক) পর্যটক সচেতনতা, (খ) শিক্ষার্থী সচেতনতা এবং (গ) অংশীজন সচেতনতা- এই বিভাগগুলির অধীনে আইআইটিএম, কেন্দ্রীয় আইএইচএম, রাজ্য আইএইচএম এবং এফসিআই-এর মাধ্যমে ২০০টি এসএপি কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া, জল শক্তি মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, পর্যটন মন্ত্রক প্রতি বছর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে 'স্বচ্ছতা পাক্ষিক' এবং 'স্বচ্ছতা হি সেবা' পালন করে থাকে। ২০২৫ সালে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সমগ্র ভারত জুড়ে 'স্বচ্ছতা পাক্ষিক'-এর আওতায় ২৭৭টি এবং 'এসএইচএস'-এর আওতায় ২৪৪টি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি সহ সমগ্র ভারত জুড়ে কার্যকর বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক আঞ্চলিক বিমান ভ্রমণকে সাশ্রয়ী করার জন্য 'আরসিএস-উড়ান' প্রকল্প চালু করেছিল। এর পাশাপাশি, পর্যটন মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 'চ্যাম্পিয়ন সার্ভিস সেক্টর স্কিম'-এর আওতায় 'ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং' প্রদানের মাধ্যমে এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে। এই উদ্যোগের আওতায় যে রুটগুলোকে 'ট্যুরিজম আরসিএস' রুট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল- ডিব্রুগড়—ডিমাপুর, ডিমাপুর—ডিব্রুগড়, ডিমাপুর—ইম্ফল, ইম্ফল---ডিমাপুর, আগরতলা---আইজল, আইজল---আগরতলা, ডিব্রুগড়---ইম্ফল, ইম্ফল---ডিব্রুগড়, হলোঙ্গি---গুয়াহাটি এবং গুয়াহাটি—হলোঙ্গি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সাব্রুম এমএমডি কলেজে এনসিসি ইউনিটের বর্ষব্যাপী কর্মসূচির পর্যালোচনা বৈঠক

সাব্রুম, ১০ আগস্ট: সাব্রুমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে এনসিসি ইউনিটের গত এক বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার কলেজের স্মার্ট ক্লাসরুমে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ১৫-ত্রিপুরা এনসিসি-র কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট রোহন গুপ্ত, এমএমডি কলেজের এনসিসি উইং ইন-চার্জ ড. তপন শীল, অধ্যাপিকা শ্রীমতি সংগীতা রাংখল, কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এবং এনসিসি ইউনিটের সমস্ত ক্যাডেট।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ। চারাগাছে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট রোহন গুপ্তসহ উপস্থিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান অধ্যাপিকা সংগীতা রাংখল। এরপর কলেজের এনসিসি ইউনিটের গত এক বছরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচির বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরেন এনসিসি উইং ইন-চার্জ ড. তপন শীল।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে ১৫-ত্রিপুরা এনসিসি-র কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট রোহন গুপ্ত কলেজের এনসিসি ইউনিটের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এনসিসির মূল লক্ষ্য হলো স্কুল ও কলেজ স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং সেবামূলক মানসিকতা গড়ে তোলা। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন, যেখানে সামরিক ধাঁচে তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিনি কলেজের আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে এনসিসির কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ তাঁর বক্তব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি জানান, ১৯৮৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সাব্রুম বয়েজ স্কুলের হলঘরে কলেজের পথচলা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে কলেজের পরিধি অনেকটাই বিস্তৃত হয়েছে। তিনি বলেন, গত বছর ঠিক এই দিনেই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বহু প্রতীক্ষিত এনসিসি ইউনিটের আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হয়েছিল। আর চলতি বছরেই প্রথমবারের মতো কলেজের এনসিসি ইউনিট সাব্রুম মহকুমাভিত্তিক ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করবে।

এদিন অধ্যক্ষ উপস্থিত ক্যাডেটদের এনসিসির বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পাশাপাশি কলেজের শ্রীবৃদ্ধিতে নিজেদের ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

বৈঠক শেষে কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট রোহন গুপ্ত কলেজের এনসিসি ক্যাডেটদের সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতায় অংশ নেন। এ সময় ক্যাডেটদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়।

৮০তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরায় মেগা রক্তদান শিবির

বিলোনিয়া, ১০ আগস্ট: স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষকে সামনে রেখে মানবিক উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায়। সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তার কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই রক্তদান কর্মসূচিতে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী এবং বিএসএফ জওয়ানদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাশাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ের-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়ানো এবং রক্তের ঘাটতি পূরণে সহযোগিতা করা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জীব চাকমা, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা মো. হাবিজ উদ্দিন, মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়, দক্ষিণ ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এদিনের শিবিরে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের পাশাপাশি বিএসএফ সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অন্যতম আকর্ষণ। মানবিকতার টানে এগিয়ে এসে বহু কর্মচারী ও বিএসএফ জওয়ান স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাঁদের এই উদ্যোগ উপস্থিত অন্যান্যদেরও রক্তদানে উৎসাহিত করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কিশোর বর্মন এই মহতী উদ্যোগের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি সাধারণ মানুষকেও স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তের সংকট মোকাবিলায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। একজন মানুষের দান করা এক ইউনিট রক্তও কোনও মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁদের কথায়, এক ব্যাগ রক্ত কখনও কখনও একটি পরিবারের কাছে প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়ার শেষ আশার আলো হয়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষে দেশপ্রেমের পাশাপাশি সমাজে মানবিকতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানান আয়োজকরা। তাঁদের আহ্বান, রক্ত দিন, জীবন বাঁচান এবং মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিন।

বিলোনিয়ায় জেলা স্তরের পাঞ্চ সম্মেলন, পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে উন্নয়ন ও স্বচ্ছতার বার্তা

বিলোনিয়া, ১০ আগস্ট: গ্রামীণ কর্মসংস্থান, জীবিকা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো জেলা স্তরের পাঞ্চ সম্মেলন। বিকশিত ভারত—গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)-কে সামনে রেখে সোমবার দুপুর ১২টায় বিলোনিয়ার পুরাতন টাউন হলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েত ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সমাজকর্মী দীপায়ন চৌধুরীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

জেলা স্তরের এই সম্মেলনে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকা থেকে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যসহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। ফলে সম্মেলনে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন মন্ত্রী কিশোর বর্মন। পঞ্চায়েতের কাজকর্মে কোনও ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন তিনি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে পঞ্চায়েত পরিচালনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন মন্ত্রী।

এর পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

সম্মেলনে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি পঞ্চায়েত স্তরে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হয়। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়, সেদিকেও জনপ্রতিনিধিদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনকে ঘিরে জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ এলাকার কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগ আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং কার্যকারিতা বাড়াতে এই ধরনের সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

'নিপুণ ত্রিপুরা' কর্মসূচির সমাপ্তিতে র‍্যালি ও বৃক্ষরোপণ

আগরতলা, ১০ আগস্ট: 'হর ঘর তিরঙ্গা' ও 'নিপুণ ত্রিপুরা'-র বার্তা সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা ও বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরতে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে আগরতলার ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সোমবার এই কর্মসূচির সমাপ্তি উপলক্ষে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে র‍্যালি এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন সকালে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে শিক্ষার্থীরা মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশপ্রেমের বার্তা তুলে ধরে। র‍্যালি শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য স্মার্ট ক্লাসেরও আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা, চিন্তাশক্তি এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে এমন সচেতনতামূলক উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত রাখার কথা জানানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল জানান, মূলত প্রি-প্রাইমারি স্তরের শিশুদের শিক্ষার ভিত বা ফাউন্ডেশন আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা ও জীবনধারার প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে তাদের শিক্ষাজীবন আরও সুদৃঢ় হবে বলেও তিনি জানান।

স্বাস্থ্য পরিষেবা খতিয়ে দেখতে

● আটের পাতার পর

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগরতলা সিভিল হাসপাতালের পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় দলের এই পরিদর্শন বলে জানা গেছে। গত ১২ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা হাসপাতালটির উদ্বোধন করেন।

বর্তমানে হাসপাতালটিতে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ, জেনারেল মেডিসিন, ডার্মাটোলজি, শিশু বিভাগ এবং চক্ষু বিভাগসহ মোট পাঁচটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা চালু রয়েছে। পাশাপাশি ডেন্টাল পরিষেবা এবং বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই হাসপাতালে কাগজবিহীন পরিষেবা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই হাসপাতালটি রোগী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে বলেও জানান কর্মকর্তারা।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির সিইও ডা. সুনীল কুমার বানওয়াল, এনএইচএমের ডেপুটি সেক্রেটারি ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, আয়ুষ্মান ভারত-এর সিইও তথা রাজ্য মিশন ডিরেক্টর জি. শরৎ নাইক, এনএইচএম ত্রিপুরার মিশন ডিরেক্টর সাজু ওয়াহিদ এ এবং আইজিএম হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. নির্মল সরকারসহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হাসপাতালের বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং মেডিক্যাল স্টোর ঘুরে দেখেন। রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান, হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিকাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়েও আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তারা।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল হাসপাতালের বর্তমান পরিকাঠামো, পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা এবং রোগীদের জন্য বিদ্যমান চিকিৎসা সুবিধাগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

আড়াই বছর ধরে বেহাল সড়ক

● আটের পাতার পর

সরকারি বিদ্যালয় এবং একাধিক সরকারি দপ্তর। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রোগী, পড়ুয়া, সরকারি কর্মী এবং ব্যবসায়ীদেরও নিয়মিত এই রাস্তা ব্যবহার করতে হয়।

রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে এক নজরে দেখলে এটি পিচের রাস্তা নাকি কোনও নালা, তা বোঝার উপায় নেই। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে অসংখ্য বড় গর্ত। সামান্য অসাবধান হলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকছে। বিশেষ করে বাইক ও স্কুটি চালকরা প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন মুমূর্ষু রোগী ও গর্ভবতী মহিলারা। জরুরি পরিস্থিতিতে এই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গিয়ে আরও বিপদের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও স্থায়ী সংস্কারের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।

বর্ষাকালে গর্তগুলিতে জল ও কাদা জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, বৃষ্টির সময় বাদ দিলে শুকনো মৌসুমে যানবাহন চলাচলের ফলে উড়তে থাকা ধুলোতেও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন পথচারী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে রাস্তার এই দুরবস্থা চললেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি, আর কোনও প্রতিশ্রুতি নয়, অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের স্থায়ী সংস্কার কাজ শুরু করতে হবে। প্রশাসন এবার কবে এই সমস্যার দিকে নজর দেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ।

স্লোভেনিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসে ভাঙচুর, ঘটনার তীব্র নিন্দা নয়াদিল্লির; দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দাবি

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (আইএএনএস): স্লোভেনিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসের প্রাঙ্গণকে ভারতবিরোধী গোষ্ঠীর সদস্যরা বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার ঘটনায় সোমবার তীব্র নিন্দা জানাল ভারত। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

এক বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) জানিয়েছে, "ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী কূটনৈতিক প্রাঙ্গণ অলঙ্ঘনীয় এবং সেগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট দেশের দায়িত্ব। এই নিন্দনীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের যাতে জবাবদিহির আওতায় আনা হয়, সে জন্য নয়াদিল্লি এবং লিউব্লিয়ানাদুই জায়গাতেই স্লোভেনিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয়েছে।"

এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির ছড়ানো বিদ্বেষমূলক প্রচার ও অপপ্রচারের বিষয়েও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

এদিকে, গত মাসে স্লোভেনিয়ায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত অমিত নারাং স্লোভেনিয়ার বিদেশ ও ইউরোপীয় বিষয়ক মন্ত্রী টোন কাজেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

লিউব্লিয়ানায় ভারতীয় দূতাবাস এক্স-এ জানিয়েছিল, রাষ্ট্রদূত অমিত নারাং স্লোভেনিয়ার বিদেশ ও ইউরোপীয় বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের ব্যক্তিগত অভিনন্দনবার্তা তাঁর হাতে তুলে দেন।

দুই দেশের উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ভবিষ্যতে পারস্পরিক সুবিধাজনক অংশীদারিত্বে উন্নীত করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে দূতাবাসের তরফে জানানো হয়।

এর আগে ২৪ জুন নয়াদিল্লিতে স্লোভেনিয়ার দূতাবাসে দেশটির জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিষয়ক সচিব সিবি জর্জ।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল, সিবি জর্জ অনুষ্ঠানে ভারত-স্লোভেনিয়া দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং পারস্পরিক স্বার্থের নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর কথা বলেন। একইসঙ্গে সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে স্লোভেনিয়ার ধারাবাহিক সমর্থনেরও প্রশংসা করেন তিনি।

এদিকে, ২৮ মে স্লোভেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় জেনেজ জানশাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই দেশের মানুষের অভিন্ন সমৃদ্ধি ও পারস্পরিক স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

আগরতলায় আসাম রাইফেলসের সদর দপ্তর পরিদর্শন টিসিএস ২০২৬ ব্যাচের ২৭ পরীক্ষাধীন কর্মীর

আগরতলা, ১০ আগস্ট: পেশাগত ওরিয়েন্টেশন এবং ত্রিপুরার নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অংশ হিসেবে সোমবার আগরতলায় ২১ সেক্টর আসাম রাইফেলসের সদর দপ্তর পরিদর্শন করলেন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস ২০২৬ ব্যাচের মোট ২৭ জন পরীক্ষাধীন কর্মী।

পরিদর্শনকালে প্রবেশনারদের অসম রাইফেলসের ইতিহাস, বিবর্তন, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা হয়। বিশেষভাবে ত্রিপুরায় বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

এই মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণরত সিভিল সার্ভিস আধিকারিকরা রাজ্যে নিরাপত্তা বজায় রাখা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং অসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয় সাধনে অসম রাইফেলসের বহুমুখী ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ নিরাপত্তা ও উন্নয়নগত চ্যালেঞ্জ নিয়েও প্রবেশনারদের অবহিত করা হয়। এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়নমূলক উদ্যোগে সহযোগিতা এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসম রাইফেলসের ভূমিকা বৈঠকে তুলে ধরা হয়।

পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রশাসনিক আধিকারিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের গুরুত্ব সম্পর্কেও প্রবেশনাররা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অসামরিক প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে আলোচনা হয়।

শেষে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও উন্নয়নমুখী ত্রিপুরা গড়ে তুলতে অসামরিক প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে আরও নিবিড় প্রাতিষ্ঠানিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বেহাল রাস্তার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে

● আটের পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি অজিতাভ মজুমদার, ওবিসি কংগ্রেস কমিটির জেলা সভাপতি সুচিত্রা দেবনাথ এবং এনএসইউআই-এর জেলা পর্যবেক্ষক অনুপম দাস-সহ যুব কংগ্রেস ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

ডেপুটেশনকারীদের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

কীটনাশক খেয়ে তিন গরুর মৃত্যু

● আটের পাতার পর

ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন এবং পুলিশ ও সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি না জানানোর জন্য বলেন। পরে গ্রামে সালিশি বৈঠক হলেও কোনও কার্যকর সিদ্ধান্ত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিজের মতো করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয় বলে অভিযোগ।

এরপর কৈলাসহর থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ইননুস আলী। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ সেই অভিযোগ মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করেনি এবং ঘটনাস্থলেও যায়নি। মৃত গরুগুলোর ময়নাতদন্তের জন্য বারবার পুলিশের কাছে আবেদন করলেও তাঁকে পশু হাসপাতালে গিয়ে কথা বলতে বলা হয়।

কৃষকের দাবি, পুলিশের পরামর্শ অনুযায়ী কৈলাসহর পশু হাসপাতালে গেলে পশু চিকিৎসকরা জানান, পুলিশের লিখিত নির্দেশ বা পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে না জানালে তাঁরা ময়নাতদন্ত করতে পারবেন না। বিষয়টি থানায় জানালে পুলিশ তাঁকে পশু চিকিৎসকদের টাকা দেওয়ার কথা বলে বলেও অভিযোগ করেছেন ইননুস আলী। যদিও পুলিশের এই বক্তব্যের স্বাধীন সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, তিনটি গরুর মৃতদেহ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ঘটনাস্থলে পড়ে থাকায় এলাকায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ। দুর্গন্ধের কারণে আশপাশের বাড়ির বাসিন্দারাও সমস্যায় পড়েছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঘাছড়া গ্রামে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ইননুস আলীর অভিযোগ, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চাপের কারণেই পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এমনকি অভিযুক্তদের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ারও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তবে এসব অভিযোগের স্বাধীনভাবে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বা পুলিশের বক্তব্যও এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ন্যায়বিচারের আশায় থানায় ঘুরেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় এখন প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন অসহায় কৃষক ইননুস আলী।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 11-08-2026, 01:41

সুব্রত মুখার্জি কাপ : জাতীয় আসরে লড়াইয়ের প্রস্তুত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের অনূর্ধ-১৭ মহিলা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। জাতীয় স্তরের সুব্রত মুখার্জি কাপ স্কুল ফুটবলে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। অনূর্ধ-১৭ জুনিয়র মহিলা বিভাগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগামী ১২ আগস্ট আগরতলা থেকে ট্রেনযোগে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবে দল। বাধারঘাটের এই প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন খেলোয়াড় এবং ২ জন অফিশিয়ালসহ মোট ১৮ সদস্যের একটি দল এই সফরে যাচ্ছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্যভিত্তিক সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার অনূর্ধ-১৭ জুনিয়র মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়েই তারা জাতীয় স্তরের দিল্লির আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল।কোচ কল্পনা দেববর্মার তত্ত্বাবধানে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই কঠোর অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের দলটি। বর্তমান সময়ে তারা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্য মহিলা ফুটবল লিগেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। তবে জাতীয় টুর্নামেন্টে যোগদানের কারণে মহিলা লিগের বাকি ম্যাচগুলিতে তাদের অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না। আগামী ১৮ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত নতুন দিল্লিতে সুব্রত কাপের অনূর্ধ-১৭ জুনিয়র মহিলা বিভাগের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। দলের বর্তমান অবস্থা ও পারফরম্যান্স নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে কোচ কল্পনা দেববর্মা জানান, ফুটবলাররা দুর্দান্ত প্রস্তুতি নিয়েছে এবং মূল পর্বে সেরাটা উজাড় করে দিয়ে ভালো লড়াই দেবে।জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্টের জন্য ঘোষিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল দলে রয়েছেন পদিনী রিয়াং, প্রিয়া মগ, তুলসী জমাতিয়া, ধনিতা রিয়াং, বরসাং লক্ষ্মী হালাম, অপর্ণা মলসম, সাইবা দেববর্মা, স্মৃতি জমাতিয়া, ইয়ালক জমাতিয়া, রিয়া জমাতিয়া, থানপুইই ডার্লং, জেসিকা ঝারা, নিনা ত্রিপুরা, ভেনিশা হালাম ও রূপা জমাতিয়া। প্রসঙ্গত, সুব্রত কাপের অন্যান্য বিভাগেও ত্রিপুরা থেকে অন্য দল অংশ নিচ্ছে। আগামী ১৫ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ জুনিয়র ছেলেদের বিভাগে অংশ নেবে কিল্লার গড়িয়া একাডেমি। অন্যদিকে, আগামী ১ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ-১৫ সাব-জুনিয়র ছেলেদের আসরে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবে পানিসাগরের স্পোর্টস স্কুল।

হলফনামা

আমি শ্রীমতী মিতা রাণী দেব (পুরাতন নাম), পতি- শ্রী সুব্রত দাস (নাম), ঠিকানা রোড নং ০৭ ব্রজ শিল লেন, আগরতলা, পশ্চিম জয়নগর, আগরতলা ডাকঘর, পশ্চিম আগরতলা থানা, জেলা পশ্চিম ত্রিপুরা পিন- ৭৯৯০০১, (সম্পূন ঠিকানা) এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম শ্রীমতী মিতা রাণী দেব (পুরাতন নাম) থেকে পরিবর্তন করে শ্রীমতী মিতা রাণী দেব দাস (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইলাম। অদ্য ১০-০৮-২০২৬ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী পাবলিক মিঃ 25/Aug/26 কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং এক হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পিরিচিত হইলাম। আমি শ্রীমতী মিতা রাণী দেব ও শ্রীমতী মিতা রাণী দের দাস একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত।

সত্যপাঠ

উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর- Mita Rani Deb (Das)

নৈশালোকে জয় দিয়ে লিগ অভিযান শেষ করল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। সোমবার সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নৈশালোকে অনুষ্ঠিত ৩৫তম ম্যাচে তারা ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। ম্যাচের শুরু থেকেই দু-দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয়। তবে ৩৭ মিনিটে লাইম ইন নইয়া ডারলংয়ের চমৎকার গোলে এগিয়ে যায় স্পোর্টস স্কুল। এরপর ম্যাচের ৫৩ মিনিটে বিলাস দেববর্মা আরও একটি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। সুকান্ত দত্ত, বিশ্বজিৎ পাল, বিশ্বজিৎ নাথ ও উজ্জ্বল দাস সুচারুভাবে আজকের ম্যাচটি পরিচালনা করেন।যদিও চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স নির্ণয় হয়ে যাওয়ার ফলে আজকের ম্যাচটি মূলতঃ নিয়ম রক্ষার ছিল। উল্লেখ্য, আগেই ত্রিবেণী সংঘ চ্যাম্পিয়ন এবং সরোজ সংঘ রানার্স-আপের খেতাব নিশ্চিত করে ফেলেছে। ফলে বিবেকানন্দ ক্লাবের জন্যও এটি ছিল লিগের অন্তিম ম্যাচ। তারা টুর্নামেন্টে তিনটি ম্যাচে জয়ী ও দুটি ম্যাচে ড্র করে ৮টি খেলায় সর্বমোট ১১ পয়েন্ট অর্জন করেছে। অন্যদিকে, প্রথম ম্যাচে মৌচাকের সঙ্গে ২-২ এবং চতুর্থ ম্যাচে পুলিশ দলের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করার পর টানা জয় তুলে নিয়েছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। পরবর্তীতে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৪-২ ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-১ গোলে হারানোর পর আজকের জয়ের মাধ্যমে তারা সাফল্যের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করল।

বি-ডিভিশন ফুটবল : চ্যাম্পিয়নের পরেও নবোদয়কে হারিয়ে অপরাজিত ত্রিবেণী সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখল ত্রিবেণী সংঘ। সোমবার বিকেলে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লিগের ৩৪তম ম্যাচে তারা ৭-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে নবোদয় সংঘকে। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকা ত্রিবেণী সংঘের হয়ে সাভার দেববর্মা (৬ মি.), জন জমাতিয়া (৩১ মি.), অমিত জমাতিয়া (৪৫+২ ও ৪৭ মি.), নাইসা জমাতিয়া (৬২ মি.) এবং লাইমেনগাই জ্জুওয়ালা (৭৮ ও ৯০+১ মি.) গোল করেন। অন্যদিকে নবোদয় সংঘের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনাপূরক গোলটি আসে ৩৫ মিনিটে কৃষ্ণকিশোর জমাতিয়ার পা থেকে। বিশ্বজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ নাথ, বিশ্বজিৎ পাল ও উজ্জ্বল দাস সুচারুভাবে আজকের ম্যাচটি পরিচালনা করেন।এই জয়ের ফলে টুর্নামেন্টে টানা সপ্তম ম্যাচ জিতল ত্রিবেণী সংঘ। ইতিপূর্বে তারা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন (৪-২), ১৬ সংঘ (২-১), বীরেন্দ্র ক্লাব (২-০), বিবেকানন্দ ক্লাব (৬-০), মৌচাক ক্লাব (৪-০) ও ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে (৩-১) পরাজিত করেছিল। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে তাদের লিগের শেষ ম্যাচটি এখনও বাকি রয়েছে। অপরদিকে, এই হারের মধ্য দিয়েই ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে নিজেদের লিগ অভিযান শেষ করল নবোদয় সংঘ। চলতি লিগে তারা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল (২-১), মৌচাক ক্লাব (৩-১), ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন (২-০) এবং বিবেকানন্দ ক্লাবকে (৬-২) পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

পঞ্জাবের টি২০ লিগে শুভমন অভিষেক!

এ বারই শুরু হতে চলেছে পঞ্জাবের টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা 'শের-ই-পঞ্জাব টি২০ লিগ'। সেখানে খেলতে দেখা যাবে শুভমন গিল, অভিষেক শর্মাকে। তাঁদের মার্কি ক্রিকেটারের তালিকায় রাখা হয়েছে। তাঁরা খেলায় প্রথম বছরই এই লিগের দিকে সকলের নজর থাকবে।

ফাজিলকা লায়ন্সের হয়ে খেলবেন শুভমন। অভিষেক খেলবেন অমৃতসর সুরমাজের হয়ে। পঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থা চেষ্টা করেছে, ঘরোয়া ক্রিকেটারদের সঙ্গে জাতীয় দলে খেলা তারকাদের একমঞ্চে আনতে। এতে ঘরোয়া ক্রিকেটারদের উন্নতি হবে বলে মনে করে তারা।

শুধু শুভমন ও অভিষেক নয়, ভারতীয় ক্রিকেটে বেশ কিছু বড় নাম রয়েছে এ বারের লিগে। কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলা অলরাউন্ডার রমনদীপ সিংহও খেলবেন লিগে। তিনি মোহালি কিংসের মার্কি খেলোয়াড়। তা ছাড়া লুধিয়ানা লায়ন্সে অর্শদীপ সিংহ, জলন্ধর ওয়ারিয়র্সে প্রভসিমরন সিংহ ও বঠিন্ডা রয়্যালসে রয়েছেন গুরনুর ব্রার।৩০ অগস্ট থেকে শুরু এই লিগ। চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ছ'টি দল মোট ২৭টি ম্যাচ খেলবে। এই সময় জাতীয় দলের হয়ে খুব একটা ম্যাচ নেই। ফলে এই তারকাদের পঞ্জাবের লিগে খেলতে সমস্যা হবে না।

ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই লিগের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শুভমন। তিনি এখন শ্রীলঙ্কায়। ১৫ অগস্ট থেকে সেখানে টেস্ট সিরিজ শুরু ভারতের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভমন বলেন, "পঞ্জাব বরাবরই ভারতকে দুর্দান্ত ক্রিকেটার দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এই লিগ থেকে আরও অনেক ভাল ভাল ক্রিকেটার উঠে আসবে।"পঞ্জাবের লিগে প্রতিটি দলে এক জন মার্কি ক্রিকেটার ও অন্তত দু'জন আইকন প্লেয়ার থাকবেন। প্রতিটি দল সর্বাধিক ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারবে। তার মধ্যেই সর্বাধিক ২০ জনের দল তৈরি করা যাবে। টাকার অঙ্ক থেকেই বোঝা যাচ্ছে, রাজ্য থেকে যাতে আরও ভাল ক্রিকেটার উঠে আসে তার জন্যই এই লিগে নাম লিখিয়েছেন শুভমন, অভিষেকেরা।

অবকাশ নেই, রোহিতের সঙ্গে নির্বাচকদের স্পষ্ট কথা বলার বার্তা ভারতীয় প্রাক্তনীর

নয়াদিল্লি: ২০২৭ সালের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের আগে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। সেই বিশ্বকাপে যে ভারতীয় ক্রিকেটারকে নিয়ে সর্বাধিক চর্চা তিনি রোহিত শর্মা। ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা সাদা বলের ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে প্রবল জল্পনা-কল্পনা শোনা গিয়েছে। ইংল্যান্ড সফরের শেষ ওয়ান ডের আগে তো শোনা যাচ্ছিল ভারতীয় নির্বাচকরা নাকি রোহিতকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা "হিটম্যান"-কে আগামী বছরের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের জন্য ভাবছেন না। তবে লর্ডসে রোহিতের ঐতিহাসিক শতরানের পর অনেক কিছুই বদলেছে।

নির্বাচকরা রোহিতকে ভবিষ্যতের জন্য না ভাবলেও, বিসিসিআই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে এবং এর জেরে তৈরি হওয়া জল্পনার কারণে চলতি মাসের পর প্রধান নির্বাচক হিসাবে অজিত আগরকরের চাকরি অবধি যেতে পারে বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছিল। এই গোটা বিষয় নিয়ে রোহিতের সঙ্গে স্পষ্টভাবে কথাবার্তা বলা হোক, এমনই দাবি করেছেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ অজিঙ্ক রাহানে।

রোহিত শর্মা নিজের শেষ ১৫টি ওয়ান ডে ইনিংসে দুইবার ১২০-র অধিক রান করেছেন, চার বার ৭০ রানের গণ্ডি পার করেছেন। প্রশ্নটা তাঁর ফর্ম নিয়ে খুব একটা নয়, বরং সেটা তাঁর বয়স এবং ফিটনেসকেন্দ্রিক। কিন্তু রাহানের মতে এই বিষয়ে কোনওরকম প্রশ্নচিহ্ন থাকতেই পারে না।

অজিঙ্ক সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, "আমার মনে হয় রোহিতকে এটা জানানো জরুরি যে ও ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে খেলবে। এত বছর ধরে ও দলের হয়ে দারুণ অবদান রেখেছে। বিশ্বকাপে তো এমন এক অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের দরকার। এই নিয়ে আর কোনওরকম আলোচনা হতেই পারে না। একবার যদি রোহিতকে বলা হয় যে ও খেলবে, সেটা সেখানেই শেষ। রোহিত এত বড় মাপের খেলোয়াড়, ওকে প্রতিটি সিরিজ অনুযায়ী বিচার করা উচিত নয়।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত বিশ্বকাপে যে রোহিতের অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলের অমূল সম্পদ হবে, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে রাহানে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করেন, "ক্রিকেটটা তো ছন্দের খেলা। তুমি তরুণ হও বা অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হও, তুমি যতই ম্যাচ খেল না কেন, গোটাটাই ছন্দের বিষয়। মাথায় কোনও চাপ না থাকলে, সেই মানসিকতা নিয়েই খোলা মনে খেলা যায়। রোহিতের মতো দক্ষ একজন ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে অন্যকিছু ভাবাও উচিত নয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতা দলে প্রয়োজন, তাই এই নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট এবং অধিনায়কের মধ্যে আলোচনার কিছুই থাকতে পারে না। ও যদি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে খেলতে চায়, তাহলে ও খেলবে। ব্যস।"

কমনওয়েলথে পদকজয়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, 'জো খেলেগা, উয়ো খিলেগা !' চানু, অস্মিতাদের বার্তা মোদীর

দু'বছর আগে অলিম্পিক্সে পদকজয়ীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৪ ও ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দল ও গত বছর মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন তিনি। এ বার কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ীদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার ৭ নম্বর লোককল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যান কমনওয়েলথে পদকজয়ীরা। ছিলেন ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার প্রধান পিটি ঊষা ও অন্য কর্তারা। এ বারের কমনওয়েলথ গেমসে ৩৯টি পদক জিতেছে ভারত। তার মধ্যে ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো ও ৯টি ব্রোঞ্জ। সবচেয়ে বেশি পদক এসেছে বক্সিংয়ে।

নিজের বাসভবনে মীরাবাই চানু, অস্মিতা দে, সাক্ষী চৌধরী, নীরজ চোপড়া, লভলিনা বরগোহাঁইদের সঙ্গে দেখা করেন মোদী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রত্যেকের জীবনের লড়াইয়ের গল্প শোনেন। তাঁদের আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা ও উৎসাহ দেন। সকলের সঙ্গে ছবি তোলেন। সেই ছবি নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "জো খেলেগা, উয়ো খিলেগা।" অর্থাৎ, যারা খেলবে, তারাই জীবনে সফল হবে।"

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আপ্লুত ক্রীড়াবিদেরা। বক্সিংয়ে সোনাজয়ী সাক্ষী বলেন, "কমনওয়েলথে পদকজয়ীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা গর্বিত। ওঁর সঙ্গে দেখা করার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। উনি মাটির মানুষ। আমাদের অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পেরে খুব খুশি হয়েছি।"

গত বারের কমনওয়েলথে ৬১টি পদক জিতেছিল ভারত। এ বার পদক কমলেও তার নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। গেমসের বহর এবং খরচ কমানোর জন্য শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, হকি এ বার বাদ দেওয়া হয়েছিল। গত বার এই খেলাগুলিতে বেশ কিছু পদক এসেছিল ভারতের ঝুলিতে। সঙ্গত কারণেই পদকের সংখ্যা কমেছে। এর মধ্যে ব্যর্থতা সেই অর্থে নেই। যদিও এ বার লন বলে পদক আসেনি। গ্লাসগোয় বক্সার এবং অ্যাথলিটেরা ১০টি করে পদক জিতেছেন। ভারোত্তোলকেরা জিতেছেন আটটি। প্যারা অ্যাথলিটেরা দিয়েছেন ছ'টি পদক। গুলবীর সিংহ ১০ হাজার মিটারে রুপো এবং ৫০০০ মিটারে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমস বা কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের অনুদান বা সাহায্য দেয়। দু'ভাগে টাকা পান খেলোয়াড়েরা। কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণকারীরাও সরকারি সাহায্য পেয়েছেন। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গুলবীর টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম প্রকল্পে গত চার বছরে প্রস্তুতির জন্য পেয়েছেন ৩০ লাখ ৪০ হাজার টাকা। আবার প্রস্তুতি এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য শেষ এক বছরে পেয়েছেন ২৫ লাখ ৩২ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট ৫৫ লাখ ৭২ হাজার টাকা পেয়েছেন তিনি। কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী অধিকাংশ খেলোয়াড়ই সরকারি সাহায্য পেয়েছেন। চানু পেয়েছেন সব মিলিয়ে ১ কোটি ৮০ লাখ ২৮ হাজার ৭৬৯ টাকা। জুডোকা অস্মিতা পেয়েছেন সব মিলিয়ে ৩৫ লাখ ৫২ হাজার ২০৪ টাকা। নীরজের জন্য কেন্দ্র খরচ করেছে ৬ কোটি ৬৫ লাখ ৫৪ হাজার ৭৮৩ টাকা। লভলিনার প্রস্তুতির জন্য খরচ হয়েছে ৯৫ লাখ টাকার বেশি। কমনওয়েলথ গেমস পদকজয়ীদের মধ্যে সবকম আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন অ্যাথলিট শিল্পা শৈল। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৯০ হাজার ৮৫৮ টাকা। এমন কেউ নেই, যিনি সরকারকে পাশে পাননি। ৩৮ জনই নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছেন।

কমনওয়েলথ গেমসে পদক জয়ী প্রত্যেক খেলোয়াড়ই কোনও কোনও সরকারি সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের প্রস্তুতি এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের খরচ বাবদ। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক জিততে পারেন এমন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের বেছে নেওয়া হয় বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে। অলিম্পিক্স, এশিয়ার গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতির জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়। যে ৩৮ জন গ্লাসগোয় পদক জিতেছেন, শুধু তাঁদের প্রস্তুতির জন্য খরচ হয়েছে ১৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। কমনওয়েলথ গেমসে সব অংশগ্রহণকারীর প্রস্তুতির জন্য সরকার মোট খরচ করেছিল ৫৩ কোটি ৯ লাখ টাকা। এসেছে ৩৯টি পদক। অর্থাৎ প্রতিটি পদকের জন্য সরকারের খরচ হয়েছে ১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। শুধু সফলদের প্রস্তুতির খরচ ধরলেও পদক প্রতি খরচ হয়েছে ৩৯ লাখ ৮৯ হাজার ৭৪৪ টাকা।

চোট লুকিয়ে আইপিএলে খেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা !

সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ভারতীয় ক্রিকেট চোট পেয়েছেন। বার বার আঙুল উঠছে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রের দিকে। ভিভিএস লক্ষ্মণ যতই সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করুন, তা যে সঠিক নয় তা বুঝিয়ে দিলেন উৎকর্ষ কেন্দ্রেরই এক কর্তা। জানালেন, ক্রিকেটারেরা আইপিএলে চোট লুকিয়ে খেলেছেন বলেই এখন এত সমস্যা তৈরি হয়েছে।

জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, সাই সুদর্শন-সহ একাধিক ক্রিকেটার চোট পেয়ে উৎকর্ষ কেন্দ্রে রয়েছেন। রবিবার বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকীয়া উৎকর্ষ কেন্দ্রে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার প্রধান লক্ষ্মণের সঙ্গে বৈঠকও করেন।

তার পরেই উৎকর্ষ কেন্দ্রের এক কর্তা বলেছেন, "এখন প্রচুর ক্রিকেট খেলতে হচ্ছে। মানুষের শরীরের তো একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বেশি ব্যবহার করলে এবং শরীরকে চাপে ফেলে চোট পেলে দ্রুত ক্রিকেটে ফেরা অসম্ভব। বয়স্ক ক্রিকেটারদের আরও সমস্যা। দল এবং অর্থের চাপে আইপিএলে অনেকেই চোট নিয়ে খেলেছে। তার পরেই উৎকর্ষ কেন্দ্রে ছুটে এসেছে।"

তিনি আরও বলেন, "উৎকর্ষ কেন্দ্রের ফিজিয়ো এবং চিকিৎসকেরা যথেষ্ট পারদর্শী। তাঁরা সব কিছুর খেয়াল রাখেন। ক্রিকেটারদের সুরক্ষা সবার আগে মাথায় রাখা হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে না বলেই নির্বাচক, কোচ এবং অধিনায়কদের কাজ কঠিন হচ্ছে।"এই মুহূর্তে উৎকর্ষ কেন্দ্রের প্রত্যেকেই ভীষণ চাপে। যে ভাবে পর পর ক্রিকেটার চোট পেয়ে উৎকর্ষ কেন্দ্রে ছুটে আসছেন, তাতে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন তা নিয়ে মাথার চুল ছেড়ার দশা হয়েছে সকলের।

এ দিন লক্ষ্মণ বলেন, "সিওই শুধুমাত্র একটা রিহ্যাব সেন্টার নয়। এখানে শুধু ক্রিকেটারদের সুস্থ করে তোলা হয় না। এখানে ক্রিকেটারদের উন্নতির দিকটাও দেখা হয়। কোনও ক্রিকেটার এলে তার দক্ষতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হয়। সুতরাং এই কেন্দ্রের আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।" লক্ষ্মণের মতে, ক্রিকেটারদের সুস্থ করার সব রকম চেষ্টা তাঁরা করেন। কিন্তু চোট পাওয়ার উপর কারও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই তাঁদের দোষ দেওয়ার কোনও মানে নেই। লক্ষ্মণ বলেন, "চোট তো খেলারই অঙ্গ। তাই জন্যই নজর রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর উপর কারও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই আমাদের দোষ দিয়ে বা বলির পাঁঠা করে কোনও লাভ নেই।"

দু'বছর পর ভারতের টেস্ট দলে সরফরাজ ! পরিবর্ত হিসাবে জায়গা পেয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া 'বিদ্রোহী' ক্রিকেটারের

আরও একবার ভারতীয় দলের জার্সি পরার সুযোগ এসেছে সরফরাজ খানের সামনে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি সাই সুদর্শন। তিনি বাদ পড়েছেন। তাঁর বদলে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন সরফরাজ। দলে সুযোগ পেয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া দিলেন সরফরাজ।মুখে কিছু বলেননি সরফরাজ। সমাজমাধ্যমে নিজের দু'টি ছবি দিয়েছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটারেরা যে জার্সি পরে এক শহর থেকে আর এক শহর বা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যান, সেই জার্সি পরে রয়েছেন সরফরাজ। একটি ছবিতে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বাবা নওশাদও। সরফরাজের মুখে হাসি। দেখে বোঝা যাচ্ছে, আরও একবার সুযোগ পেয়ে কতটা খুশি তিনি।

রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দেয়, সুদর্শনের পরিবর্ত হিসাবে সরফরাজকে নেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, "শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন সুদর্শন। তিনি আপাতত বেঙ্গালুরুর উৎকর্ষ কেন্দ্রে রয়েছেন। সেখানে তাঁর ডান পায়ের গোড়ালির চোট পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল দল তাঁর দিকে নজর রাখছে।" সেই বিজ্ঞপ্তিতে আরও লেখা হয়েছে, "পুরুষদের নির্বাচক কমিটি সুদর্শনের পরিবর্ত হিসাবে সরফরাজের নাম ঘোষণা করেছে। ১৫ অগস্ট থেকে গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। গল যাওয়ার আগে কলম্বোয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সরফরাজ।"প্রায় দু'বছর ধরে দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দেশের অন্যতম সফল ব্যাটার। ৬২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার পর সরফরাজের ব্যাটিং গড় ৬৪.৭৩। অথচ এখনও পর্যন্ত মাত্র ছ'টি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ২০২৪-২৫ মরসুমে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির পর আর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। শেষ দু'টেস্টের চার ইনিংসেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। করেছিলেন যথাক্রমে ১১, ৯, ০ এবং ১। তার পর আর ভারতের প্রথম একাদশে সুযোগ হয়নি। ভারতের টেস্ট দলে থাকলেও একটি ম্যাচও খেলানো হয়নি। এ বার শ্রীলঙ্কা সফরের দলে শুরুতে জায়গা হয়নি তাঁর।

পারফর্ম করেও দলে সুযোগ না পাওয়ার হতাশা গোপন করেননি মুম্বইয়ের ব্যাটার। সমাজমাধ্যমে ২০১৯ সালের তেলুগু সিনেমা 'জার্সি'র একটি ছবি পোস্ট করে সরফরাজ লিখেছিলেন, "আমি হয়তো উপযুক্ত নই, কিন্তু আমি নিজের সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করব।" ২৮ বছরের ব্যাটার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, অজিত আগরকর, গৌতম গম্ভীরেরা তাঁকে দলে না রাখলেও লড়াই চালিয়ে যাবেন। নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যাবেন। হয়তো এ ভাবেই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচকদের। তার পরেই তাঁকে নিলেন নির্বাচকেরা।

গত বছর নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ১৫০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সরফরাজ। পরের দু'টি টেস্টে ব্যর্থ হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলানো হয়নি তাঁকে। তার পর ভারতীয় দলেই আর জায়গা হয়নি। অথচ যাঁদের নিয়মিত টেস্টের প্রথম একাদশে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তাঁরাও জেতাতে পারছেন না। ১-৪ ব্যবধানে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি হারার পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেও ০-২ ব্যবধানে হেরেছিল ভারত। এখন দেখার দলে ঢুকলেও সরফরাজ প্রথম একাদশে জায়গা পান কি না।

প্রথম টেস্টে কি খেলবেন শুভমন? ভারত অধিনায়কের চোট নিয়ে জবাব ব্যাটিং কোচের, দল নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন বাহুতুলে

সংশয় দূর থেকে প্রস্তুতি ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করেছেন শুভমন গিল। খারাপ খেলেনওনি। কিন্তু আঙুলের চোট সারিয়ে প্রথম টেস্টে তিনি খেলতে পারবেন কি না, সেই সংশয় এখনও কাটেনি। প্রস্তুতি ম্যাচের শেষে তার জবাব দিলেন ব্যাটিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে।

পাশাপাশি দল নির্বাচন এবং আরও কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তিনি।

প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দু'দিন মাঠে দেখা যায়নি শুভমনকে। দ্বিতীয় দিন ব্যাট করেননি। তৃতীয় দিন যশস্বী জয়সবালের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে ৪৪ রান করেন।

বাহুতুলে বলেছেন, "সাবধানতার জন্যই আমরা ওকে খেলাইনি। শুভমন খুব ভাল জায়গায় রয়েছে। ঠিকঠাক অনুশীলনও করছে। প্রথম দিন ওকে খেলিয়ে ঝুঁকি নিতে চায়নি দল পরিচালন সমিতি। তাই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।"

বাহুতুলে জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের বিরুদ্ধে খুব ভাল প্রস্তুতি নিয়েছেন শুভমন। তাই সিরিজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাহুতুলে বলেছেন, "শুভমন খুব মন দিয়ে অনুশীলন করতে ভালবাসে। সব কাজনিখুঁত ভাবে করে। ও ভাল ভাবে বুঝে নেয় যে কোন সিরিজ ঠিক কী ভাবে খেলতে হবে। কাদের আক্রমণ করতে হবে। ঠিক সে ভাবেই প্রস্তুত হয়।"

তৃতীয় দিন বল করেননি কুলদীপ যাদব। তাঁর ফিটনেস নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে। তা উড়িয়ে দিয়েছেন বাহুতুলে। তাঁর কথায়, "কুলদীপ প্রায় ২০ ওভার বল করেছে। ম্যাচের আগেও অনেক বল করেছে। খুব ভাল খেলেছে। ওর শরীর এখন ঠিক কোন জায়গায় আছে সেটা বোঝার জন্যই দ্বিতীয় ইনিংসে বিশ্রাম নিয়েছে।" শ্রীলঙ্কার মাটিতে স্পিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তবে রবীন্দ্র জাডেজা, মানব সুতার, সারাংশ জৈন এবং কুলদীপের মধ্যে কোন চার স্পিনারকে খেলানো হবে তা খোলসা করেননি বাহুতুলে।

ব্যাটিং কোচ বলেছেন, "চার স্পিনারের মধ্যেই আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জাড্ডুর মধ্যে অভিজ্ঞতা রয়েছে। মানব নিখুঁত বল করতে পারে। সারাংশেরও অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব ভাল খেলেছে। আর কুলদীপ রিস্ট স্পিনার হিসাবে বাকিদের থেকে এগিয়ে। দলে রিস্ট স্পিনার থাকলে সব সময় তা বৈচিত্র এনে দেয়।"

নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাস ভবনের সামনে টেট উত্তীর্ণরা

আগরতলা, ১০ আগস্ট: একত্রে শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার বাসভবনের দিকে মিছিল করে যাওয়ার পথে সোমবার পুলিশি বাধার মুখে পড়লেন ২০২৪ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। আগরতলার মহিলা কলেজের সামনে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, প্রায় দুই বছর ধরে তাঁরা শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ত্রিপুরা টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, শিক্ষা দপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের কাছে একাধিকবার ডেপুটেশন ও আন্দোলন করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের দাবির বিষয়ে কোনও সন্তোষজনক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক সংকট রয়েছে এবং বহু পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগে এত দীর্ঘসূত্রিতা কেন, সেই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

এক আন্দোলনকারী বলেন, "রাজ্যে শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে, স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংকট রয়েছে। তাহলে দুই বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আমাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না কেন?"

আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী, সর্বশেষ টেট পরীক্ষায় প্রায় ৫০ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাচাই প্রক্রিয়ার পর ১ হাজার ৮৫৬ জন প্রার্থী অবশিষ্ট রয়েছেন। দীর্ঘদিন নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে থাকায় অনেক প্রার্থীর সরকারি চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

তাঁদের অভিযোগ, ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন প্রার্থীর বয়স ৪০ বছর পেরিয়ে গেছে। আরও বেশ কয়েকজন প্রার্থীর বয়সসীমা পূর্ণ হতে মাত্র এক মাসের মতো সময় বাকি রয়েছে। ফলে নিয়োগে বিলম্ব হলে তাঁরা সরকারি চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

টেট উত্তীর্ণদের বক্তব্য, তাঁরা পরীক্ষার মানদণ্ড বা নম্বরের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দাবি করছেন না। কঠিন টেট পরীক্ষা এবং পরবর্তী যাচাই প্রক্রিয়ায় সফল হওয়া প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের দাবিই তাঁরা জানাচ্ছেন।

দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় থাকায় তাঁদের জীবিকাতেও প্রভাব পড়ছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। অনেকেই নিয়োগের আশায় এতদিন ব্যক্তিগত টিউশন করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। কিন্তু বর্তমানে টিউশনের কাজ পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যাওয়ার পথে পুলিশ বাধা দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, নিজেদের ন্যায্য দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানোর আগেই তাঁদের আটকে দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পাশাপাশি রাজ্যে শিক্ষক সংকট ও বেকারত্ব মোকাবিলায় নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন ২০২৪ সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা।

ব্যারিকেড ভাঙতে গিয়ে আহত বাম নেতা হাসপাতালে মানিক সরকার

আগরতলা, ১০ আগস্ট: বামেদের 'জেল ভরো' আন্দোলনে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে গিয়ে আহত হলেন শ্রমিক নেতা তথা আগরতলা পুরনিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী। তাঁর বুড়ো আঙুলের মাথার একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাসপাতালে ছুটে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

আন্দোলন চলাকালীন সমর চক্রবর্তীর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে গুরুতর চোট লাগে। তাঁর বুড়ো আঙুলের মাথার একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

এদিকে, সমর চক্রবর্তী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে ছুটে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। হাসপাতালে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন মানিক সরকার এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন।

পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসকরা প্রাথমিকভাবে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ওষুধ দেওয়ার পর আপাতত ব্যথা কিছুটা কমেছে। তবে আঙুলের গুরুতর চোটের কারণে প্লাস্টিক সার্জারি করানোর বিষয়েও চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানান তিনি। মানিক সরকার আরও জানান, সমর চক্রবর্তীকে কেউ আঘাত করেননি। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার সময়ই তিনি আহত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য পরিষেবা খতিয়ে দেখতে আগরতলা সিভিল হাসপাতালে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি

আগরতলা, ১০ আগস্ট : রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও চিকিৎসা পরিষেবার মান খতিয়ে দেখতে সোমবার ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগরতলা সিভিল হাসপাতাল পরিদর্শন করল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। পরিদর্শনকালে হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং রোগীদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় নবনির্মিত ডা.

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাস্তা মেরামতির কাজ শেষ করাই লক্ষ্য ঃ পূর্তসচিব

আগরতলা, ১০ আগস্ট: দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের রাস্তাঘাটকে চলাচলের উপযোগী ও গর্তমুক্ত করতে ব্যাপক ও সময়বদ্ধ মেরামতি অভিযান শুরু করেছে ত্রিপুরা পূর্ত দপ্তর (পিডব্লিউডি)। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাস্তা মেরামতির কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পিডব্লিউডি সচিব কিরণ গিত্তে।

সোমবার সিনিয়র পূর্ত আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, গত ৮ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যের সমস্ত জেলার রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হয়েছে।

পিডব্লিউডি সচিব জানান, রাজ্যের রাস্তা মেরামতির কাজ চারটি সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল পিডব্লিউডি রোডস অ্যান্ড ব্রিজেস, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (পিএমজিএসওয়াই), পিডব্লিউডি ন্যাশনাল হাইওয়েজ এবং এনএইচআইডিসিএল। গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি সড়কও এই মেরামতি কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। এর মধ্যে চম্পকনগর-নালগড়িয়া ব্রিজ অংশ, খোয়াই-আগরতলা সড়ক, খোয়াই-কুমারঘাট-কাইলাশহর রুট, চুরাইবাড়ি-আগরতলা সড়ক এবং আমবাসা-গান্ধাছড়া সড়ক অন্যতম।

রাস্তার বেহাল দশার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিরণ গিত্তে বলেন, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া অনিয়মিত ও দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টির কারণে রাজ্যের বিভিন্ন ব্ল্যাকটপ রাস্তা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাধারণত মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে বর্ষার আগে রাস্তা মেরামতের কাজ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টি চলতে থাকায় সেই স্বাভাবিক সময়সীমায় কাজ ব্যাহত হয়েছে। তবে বর্ষার মধ্যেও জরুরি ভিত্তিতে রাস্তার গর্ত মেরামতের জন্য কোল্ড মিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি জানান, দুর্গাপুজোর আগে এই জরুরি রাস্তা মেরামতি অভিযানে আনুমানিক ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত ব্যয়-সহ পূর্ত দপ্তরের বার্ষিক রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট সাধারণত ৫৫০ থেকে ৬০০ কোটি টাকা।

পিডব্লিউডি সচিব আরও জানান, রাজ্যের পাঁচ হাজারেরও বেশি রাস্তার পুরো নেটওয়ার্ক প্রতি বছর মেরামতের প্রয়োজন হয় না। বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণত চার থেকে পাঁচ বছরের একটি চক্র অনুসরণ করা হয়। চলতি বছরে প্রায় ১,০০৬টি রাস্তা মেরামতির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া গত দুই থেকে তিন বছরে রাজ্যের আরও কয়েক হাজার রাস্তা মেরামত করা হয়েছে।

কিরণ গিত্তে জানান, বর্ষা শেষ হওয়ার পর আবহাওয়া শুকনো হলে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ পুনরায় কার্পেটিং বা সারফেসিংয়ের কাজ করা হবে। এদিকে, রাস্তা ও সেতুর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে পূর্ত দপ্তরকে অবহিত করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। নিকটবর্তী পিডব্লিউডির জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, এসডিও অথবা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে অভিযোগ জানানোর জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পিডব্লিউডি সচিব বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর দপ্তরের দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। রাস্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমাধান করার জন্য সরকার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে বলেও তিনি জানান।

মাতাবাড়িতে ৬০-৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগে অত্যাধুনিক ফার্মেসি কলেজ, নির্মাণকাজ পরিদর্শনে বিধায়ক অভিষেক

আগরতলা, ১০ আগস্ট: উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ত্রিপুরার মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের চন্দ্রপুরে গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক ফার্মেসি কলেজ। প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মীয়মাণ এই কলেজটি এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানেরও নতুন সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সোমবার চন্দ্রপুরে নির্মীয়মাণ প্রস্তাবিত 'মাইলস্টোন' কলেজের নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন মাতাবাড়ির বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। কলেজ কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি নির্মাণকাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

মাতাবাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, উচ্চশিক্ষার জন্য যাতে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের অন্যত্র যেতে না হয়, সেজন্য স্থানীয়ভাবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হোক। বিধায়ক অভিষেক দেবরায় জানান, কয়েক মাস আগে একটি বহিরাগত সংস্থা চন্দ্রপুরে এই ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপরই প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয়।

পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক জানান, 'মাইলস্টোন' একটি আধুনিক ফার্মেসি কলেজ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি, মাস্টার অব ফার্মেসি সহ বিভিন্ন কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে কলেজটির নির্মাণকাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত প্রকল্পে আনুমানিক ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যেই নির্মাণকাজ এগিয়ে চলছে। আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার হাতে কলেজটির উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অভিষেক দেবরায় আশা প্রকাশ করেন, 'মাইলস্টোন' ফার্মেসি কলেজ আগামী দিনে দেশের সেরা পাঁচটি ফার্মেসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জায়গা করে নিতে সক্ষম হবে। এই প্রতিষ্ঠান চালু হলে মাতাবাড়ি ও আশপাশের এলাকার ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির কাছেই মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিধায়ক। ফলে শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি এই প্রকল্প এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আড়াই বছর ধরে বেহাল সড়ক দুর্ভোগে মেলাঘরের মানুষ

মেলাঘর, ১০ আগস্ট: একসময় ছিল পিচের রাস্তা। এখন সেখানে পিচের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া কঠিন। চারদিকে বড় বড় গর্ত, ভাঙাচোরা অংশ আর ক্ষতবিক্ষত সড়ক। দীর্ঘ আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে এমনই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে মেলাঘর কলমখেত দিলু মিঞা চৌমুহনী থেকে উরমাই নুরুল হক চৌমুহনী পর্যন্ত বিস্তৃত গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ও যানবাহন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করলেও সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, এই সড়কটি এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম। প্রতিদিন অসংখ্য বাইক, অটো, চার চাকার গাড়ি সহ বিভিন্ন যানবাহন এই পথ দিয়ে চলাচল করে। পাশাপাশি সড়কের আশপাশে রয়েছে সরকারি হাসপাতাল,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কীটনাশক খেয়ে তিন গরুর মৃত্যু ন্যায়বিচারের আশায় কৃষক

কৈলাসহর, ১০ আগস্ট: ফের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠল কৈলাসহরে। কীটনাশক খেয়ে তিনটি গরুর মৃত্যুর ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেলেও পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করেনি এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনও করেনি বলে অভিযোগ এক অসহায় কৃষকের। ন্যায়বিচারের আশায় প্রতিদিন দু'বেলা করে থানায় গিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের কাছে আবেদন করেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় অবশেষে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

ঘটনাটি কৈলাসহরের দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘাছড়া গ্রামের। ওই এলাকার বাসিন্দা ইনুস আলী পেশায় কৃষক। তাঁর দাবি, ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁর মোট আটটি গরু রয়েছে। প্রতিদিনের মতো ঘটনার দিন সকালে গরুগুলোকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য পাশের টিলা এলাকায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। কয়েক ঘণ্টা পর গ্রামের এক যুবক তাঁকে খবর দেয়, গরুগুলো কীটনাশক জাতীয় ওষুধ খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ইনুস আলী দেখতে পান, তিনটি গরু মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাকি পাঁচটি গরু অসুস্থ হয়ে মাটিতে কাতরাচ্ছে। তিনি তড়িঘড়ি পাঁচটি গরুকে বাড়িতে নিয়ে এসে লেবুর জল ও তেঁতুলের জল খাইয়ে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা করেন এবং সেগুলোকে বাঁচাতে সক্ষম হন বলে জানান।

ইনুস আলীর অভিযোগ, মৃত তিনটি গরুর দেহের পাশে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং তার ভিতরে কীটনাশক জাতীয় ওষুধ পাওয়া যায়। এখানেই শেষ নয়, ঘটনার দিন সকালে গরুগুলোকে টিলা এলাকায় ছেড়ে বাড়ি ফেরার পথে লালমারি দারলং, সাংগি দারলং এবং লাল এন কুয়ালা দারলং নামে তিন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ওই তিনজনের প্রত্যেকের হাতেই প্লাস্টিকের ব্যাগ ছিল। পরবর্তীতে মৃত গরুগুলোর পাশে যে প্লাস্টিকের ব্যাগ পাওয়া যায়, সেগুলোই ওই ব্যক্তিদের হাতে দেখা ব্যাগ বলে দাবি করেছেন কৃষক। তবে এই অভিযোগের সত্যতা তদন্তসাপেক্ষ।

ঘটনার পর ইনুস আলী পার্শ্ববর্তী দারলং গ্রামের চেয়ারম্যানকে বিষয়টি জানান। তাঁর দাবি, চেয়ারম্যান প্রথমে ন্যায়বিচার ও প্রয়োজনে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাল্লুকের কামড়ে গুরুতর আহত যুবক

আগরতলা, ১০ আগস্ট : জঙ্গলে বাঁশ কড়ুল সংগ্রহ করতে গিয়ে ভাল্লুকের কামড়ে গুরুতর আহত হলেন এক যুবক। ওই ঘটনায় করবুকের জলায়ায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, বাঁশ কড়ুল সংগ্রহের সময় আচমকাই একটি ভাল্লুক দেবমানিক ত্রিপুরার (৩৫) ওপর হামলা চালায়। ভাল্লুকের আক্রমণে তিনি গুরুতর আহত হন। জঙ্গল থেকে যুবকের চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন ছুটে যান ঘটনাস্থলে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত জঙ্গলে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই শ্রমিককে উদ্ধার করেন এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

বেহাল রাস্তার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের ডেপুটেশন

বিলোনিয়া, ১০ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় থাকা আমলীঘাট থেকে মনুঘাট যাওয়ার রাস্তার দ্রুত সংস্কার ও স্থায়ী সমাধানের দাবিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর মোহাম্মদ হাবিজ উদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আমলীঘাট থেকে মনুঘাট পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি প্রায় দুই বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল অন্তত ১১টি গ্রামের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় প্রতিদিন যাতায়াতের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ।

ডেপুটেশনে সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের পর্যবেক্ষক সুশীল দে এবং এলাকার বাসিন্দা তথা ব্লক যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সজীব আচার্যী রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতি ও স্থানীয় মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে যাতায়াতের উপযোগী করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহিজলা জেলার উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও জনপরিষেবায় জোর মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার

আগরতলা, ১০ আগস্ট: জেলার উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সোমবার সিপাহিজলা জেলায় অনুষ্ঠিত হলো জেলা স্তরের পর্যালোচনা বৈঠক। বৈঠকে গার্ডিয়ান মন্ত্রী হিসেবে সভাপতিত্ব করেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি, বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় ঘাটতি রয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল সরবরাহ, সড়ক যোগাযোগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনপরিষেবার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, সরকারি প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারি পরিষেবা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছে যায়, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ যেন বাস্তবে মানুষের জীবনে উন্নয়ন ও সুফল বয়ে আনে, সেটিই মূল লক্ষ্য। পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোনও ধরনের ঘাটতি চিহ্নিত করে তা দূর করা এবং সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গার্ডিয়ান মন্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তদারকি, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ অন্যতম। এ ধরনের পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে দ্রুত তা সমাধানের পাশাপাশি সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে চলমান কাজের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে উন্নয়নের গতি আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বৈঠকে।

Har Ghar Tiranga-2026
Tiranga Rally

Tiranga Exhibition
11-17 August, 2026
Rabindra Satabarshiki Bhawan Premises.

Tiranga Concert
11 August, 2026, 5 PM
Rabindra Satabarshiki Bhawan, Hall No - 1.

Prof. (Dr.) Manik Saha,
Hon'ble Chief Minister, Tripura
will flag off the Rally at 4 PM on 11th August, 2026
in front of Ujjayanta Palace

In the gracious presence of

Shri Ratan Lal Nath
Hon'ble Minister, Power etc.

Shri Pranajit Singha Roy
Hon'ble Minister, Finance etc.

Smt. Santana Chakma
Hon'ble Minister, Industries & Commerce etc.

Shri Sushanta Chowdhury
Hon'ble Minister, Tourism etc.

Shri Tinku Roy
Hon'ble Minister, Youth Affairs & Sports etc.

Shri Bikash Debbarma
Hon'ble Minister, Tribal Welfare etc.

Shri Sudhangshu Das
Hon'ble Minister, Fisheries etc.

Shri Sukla Charan Noatia
Hon'ble Minister, Cooperation etc.

Shri Animesh Debbarma
Hon'ble Minister, Forest etc.

Shri Abhishek Debroy
Hon'ble MLA,TLA.

Shri Dipak Majumder
Hon'ble Mayor,AMC & MLA.

Shri Biswajit Shil
Hon'ble Sabhadhipati(in-charge), Paschim Tripura Zilla Parishad.

You are cordially invited

ICA/D-750/26-27

Kiran Gitte
Secretary
Information & Cultural Affairs Department
Government of Tripura

চার মাস ধরে জলে ডুবে রাস্তা দুর্ভোগে দুরাই শিববাড়ির ছয় পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট: বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় গত চার মাস ধরে জলে ডুবে রয়েছে বাড়িঘরে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা। ফলে চরম দুর্ভোগের শিকার দুরাই শিববাড়ি পঞ্চায়েত সংলগ্ন উত্তর পাড়ার ছয়টি পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে জলমগ্ন হয়ে থাকা রাস্তাটি এখন পচা আবর্জনা ও দুর্গন্ধযুক্ত জলে পরিণত হয়েছে। ফলে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, উঁচু-নিচু টিলা এলাকা থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে সমতল এলাকায় জমা হয়। কিন্তু সেই জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তাঘাট ও পুকুরের পাশাপাশি বাড়িঘরের উঠানেও জল ঢুকে পড়ছে। গত চার মাস ধরে একই পরিস্থিতি চললেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত স্থায়ীভাবে জল নিষ্কাশনের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি।

জানা গেছে, সমস্যা সমাধানের দাবিতে প্রায় চার মাস আগে স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রাম পঞ্চায়েত, দুর্গা চৌমুহনী ব্লক কার্যালয় এবং মহকুমা শাসকের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। এরপর পঞ্চায়েত প্রধান, ব্লক আধিকারিক ও মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে ডিসিএম ঘটনাস্থলে এসে জল কীভাবে নিষ্কাশন করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেন। দুর্ভোগে থাকা বাসিন্দাদের দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সেই আশ্বাসের পরও কেটে গেছে দীর্ঘ চার মাস। এখনও পর্যন্ত জল নিষ্কাশনের কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

জলমগ্ন রাস্তার কারণে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, বয়স্ক ব্যক্তি ও অসুস্থ মানুষরা। স্থানীয়দের দাবি, হাসপাতালে যাওয়া, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত কিংবা বাজারে যাতায়াতের জন্য মূল রাস্তা ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে অন্যের জমি কিংবা বাড়িঘরের উপর দিয়ে ঘুরপথে দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিতে হচ্ছে তাঁদের।

দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে রাস্তাটি চলাচলের উপযোগী করে তোলা হোক। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে বৃষ্টির জল জমে একই পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।